বর্ষা মঙ্গল
বাদল দিনের বিশেষ অফার
১০ থেকে ১৮ জুলাই
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Spices
নিশ্চয়ের প্রতীক
এবার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার
MUSTARD OIL

JAGARAN ■ 8 July, 2023 ■ আগরতলা ৮ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২২ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য বিধানসভায় ২৭৬৫৪.৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ, ঘাটতি ৬১১.৩ কোটি টাকা

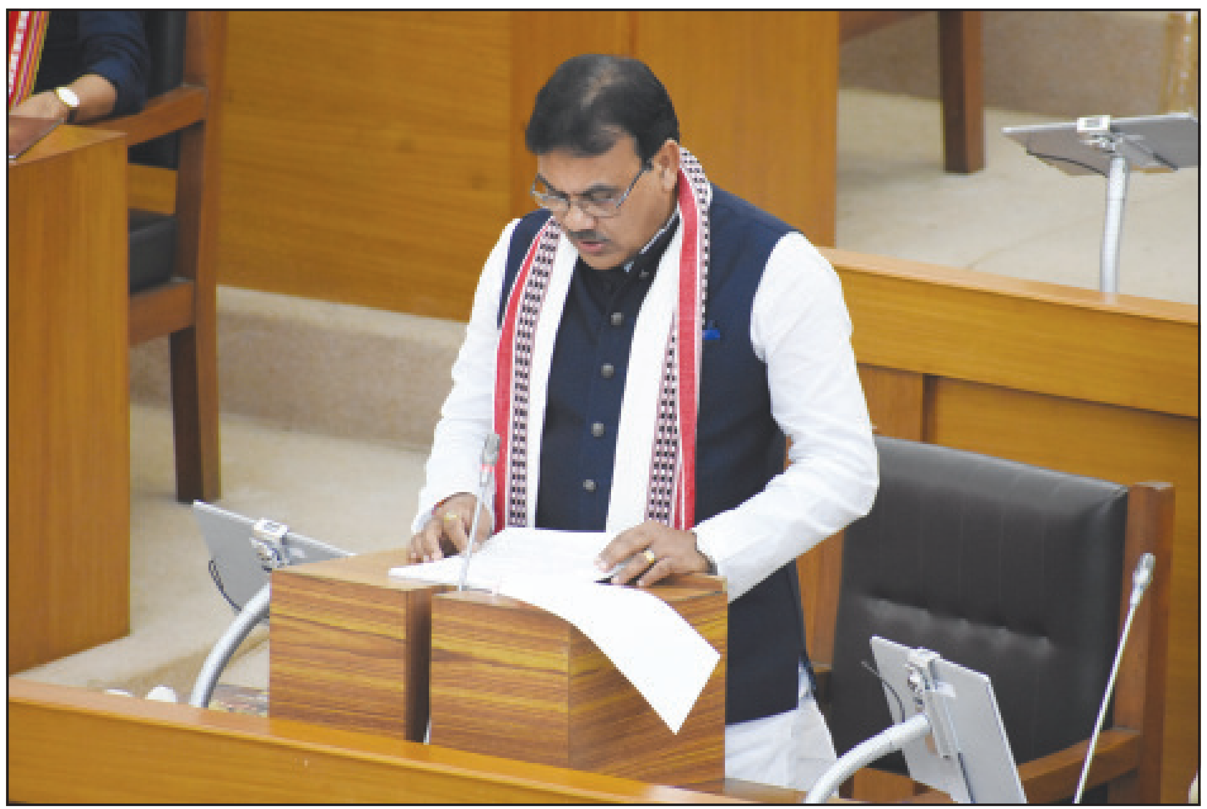

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরা বিধানসভায় আজ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ২৭৬৫৪.৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন অর্থ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তার মধ্যে বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ৬১১.৩ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে মূলধন ব্যয় অনুমান করা হয়েছে ৫৩৫৮.৭০ কোটি টাকা। ত্রিপুরা সরকারের বাজেটে মোট ১৩টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার থেকে ত্রিপুরা বিধানসভা বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। এদিন অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এবার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরা সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভবিষ্যতবাদী এবং বৃদ্ধি ভিত্তিক বাজেট পেশ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুযোগ সুবিধা কথা মাথায় রেখে বাজেট পেশ করেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে ত্রিপুরার জিএসডিপি ছিল ৮.৮০ শতাংশ, যা জাতীয় স্তরে ৭.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে ত্রিপুরার অর্থনীতি প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা সহ ১৩টি নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সাত হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী উন্নয়ন মিশন প্রকল্পের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব বাজেটে পেশ করা হয়েছে। এই যোজনায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ১০০ জন ছাত্রীদের একটি করে স্কুটি প্রদান করা হবে। তাছাড়া যুবকদের কাজে দক্ষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ উন্নয়ন প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

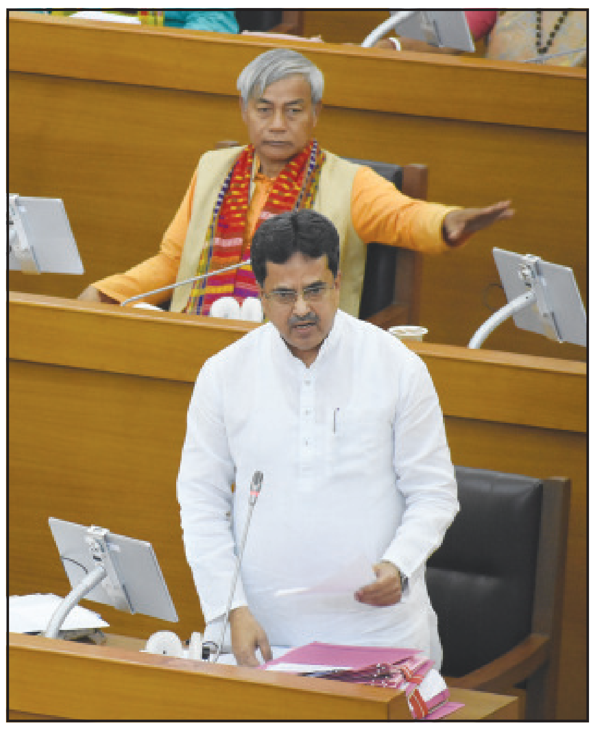

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আজ বিধানসভার অফিসকক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আজ বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যগণ যে অশোভন আচরণ করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবষের বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য মোট ২৭৬৫৪.৪০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটে মূলধনী ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩৫৮.৭০ কোটি টাকা। সাথে তিনি যোগ করেন, এবারের বাজেটে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৯৩৯ কোটি টাকা, সড়ক উন্নয়ন ক্ষেত্রে ১৩৬০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১৭৫৬ কোটি টাকা এবং কৃষি ও কৃষি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৪৩৬ কোটি টাকা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে ১৩টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা রয়েছে।এই নতুন প্রকল্পের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগা যোজনার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৯ কোটি টাকা, মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ কোটি টাকা, মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি কল্যাণ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা, রাজ্যের যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ণ প্রকল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা, মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ণ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সি এম-সাথ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩ কোটি টাকা। তাঁর কথায়, এবারের বাজেটে রাজ্যে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। যা রাজ্য সরকারকে জন পরিষেবা ও সুশাসন প্রদানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সহায়তা করবে। এবারের বাজেট তৈরী করা হয়েছে বিগত ৫ বছরে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড ও পরিকল্পনার উপর। বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবারের বাজেটে মূলধনী ব্যয় জোর দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আজ বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যগণ যে অশোভন আচরণ করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। পবিত্র বিধানসভায় এধরণের আচরণকে ত্রিপুরাবাসী ভালোভাবে মেনে নেবেন না।

নজরি বিহীন ঘটনা

বিধানসভায় গঙ্গা জল ছিঁটালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরা বিধানসভায় ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে।এদিন যাদব লাল কান্ডে বিধানসভায় গঙ্গা জল ছিটিয়ে প্রবেশ করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

আজ থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন। এদিন বিধানসভায় প্রবেশ করেই কক্ষের চারপাশে গঙ্গা জল ছিটিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর এই কান্ডে বিধানসভায় উপস্থিত সদস্যদের অবাক করে দিয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভায় ইতিহাসে আজ নজিরবিহীন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রথম কোনো বিধায়ক প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিধানসভায় গঙ্গা জল ছিটিয়ে পবিত্র করার চেষ্টা করেছেন।কারণ, তাঁর মতে যাদব লাল ত্রিপুরা পবিত্র বিধানসভাকে অপবিত্র করেছেন।

২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বি.এস.এফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার ২০০ কেজি শুকনো গাঁজা। ঘটনা মধুপুর থানাধীন রাধানগর ১ নং ওয়ার্ড এলাকায়। মধুপুর থানার পুলিশ জানায়, গোপন খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ এবং কমলাসাগর স্থিত বিএসএফ ১৫০ নম্বর বাহিনীর জওয়ানরা রাধানগরের জুর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়।অভিযানে ৯ টি বস্তায় মোট ২০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। সাথে গ্রেপ্তার করা হয় বাড়ির মালিক জুবার আলীকে। মধুপুর থানার পুলিশ এন.ডি. পি.এস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই নীল ছবি কান্ডে উত্তাল বিধানসভা

৫ বিধায়ক বহিস্কার, বিরোধীদের ওয়াক আউট, দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতেই ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক যাদব লাল নাথের বিরুদ্ধে নীল ছবি দেখার অভিযোগ নিয়ে উত্তাল বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিরোধী দলের পাঁচজন বিধায়ককে বহিষ্কার করেছেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের উপর বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান বিরোধী দল।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষের কাছে পাঁচ বিধায়কের বহিষ্কার প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেন।সেই মোতাবেক অধ্যক্ষ বহিষ্কারের আদের্শ প্রত্যাহার করে নিয়ে পাঁচ বিধায়কদের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন।ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক যাদব লাল নাথের ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলের মধ্যেই অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বাজেট ভাষণ শুরু করেছেন। বিরোধীরা ক্রমাগত স্লোগান দিতে দিতে ওয়েলে নেমে যান এবং অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন তাদের শান্ত থাকার জন্য ও পর্রবতী সময়ে আলোচনার সুযোগ দেবেন বলে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরা অধ্যক্ষের আবেদনে রাজি না হয়ে বরং মানদণ্ড কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত কিংবদন্তি বিএসএফ কমান্ডেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বি এস এফ এর কিংবদন্তি কমান্ডেট পরিমল কুমার ঘোষ গতকাল নতুনদিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী প্রথম ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। বাংলাদেশের, জনগণ তাঁকে কিংবদন্তি ভারতীয় কমান্ডারদের একজন হিসেবে মনে করেন যারা বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের বিশ্বাস, মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিএসএফ-এর ৯২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুতে তাঁকে ত্রিপুরায় নিয়োগ করা হয়েছিল।

শহরে পিস্তল ও নেশা সামগ্রী সহ ধৃত চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। আগরতলা শহর শহরতলী শহর রাজ্যের সর্বত্রই নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাতে যুবসমাজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও নেশা কারবারিরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। আগরতলা শহর এলাকায় পুলিশ গত কিছুদিন ধরেই নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। এ ধরনের তৎপরতা চালিয়ে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে, আগরতলা টাউন হল সংলগ্ন এক ভাড়াবাড়ি থেকে আজ পিস্তল সহ চার যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানান, ধৃতদের কাছ থেকে কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশাদ্রব্য, একটি ফ্যাক্টরি তৈরি নাইন এম এম চাইনিস পিস্তল, স্করপিও গাড়ি,৪টি বাইক , ৯টি মোবাইল ফোন, ৩০টি বুলেট উদ্ধার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃতরা হল দিবান্ত দেববর্মা, রাজু সাহা ,রবীন্দ্র দেববর্মা এবং জয়ন্ত দেবনাথ। পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি চাপা পড়ে আহত দুই শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। সরকারি নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে গুরুতর আহত দুই শ্রমিক। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উভয়ের চিকিৎসা চলছে আগরতলা জি বি হাসপাতাল। ঘটনা আগরতলা লিচুবাগান এলাকায়। জানা গেছে বহিরাজ্য আসামের কয়েকজন শ্রমিক সহ রাজ্যের কিছু শ্রমিক

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। শুক্রবার দুপুরে যুবরাজনগর স্থিত দেওয়ানপাশা ৩নং ব্রিজের দিক থেকে ভেতর দেওয়ানপাশার রাস্তা ধরে যাচ্ছিল এক মহিলা ও তার ছেলে । মহিলার নাম উমা রানী দাস মালাকার ও তার ছেলের নাম ভগবান মালাকার । তারা নিজের বাইকে চেপে বাড়ি যাওয়ার পথে উল্টো দিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুন ! পুড়ল তিনটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজধানী আগরতলার গাঙ্গাইল রোডে এক বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

এটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড বলে অভিযোগ উঠেছে।বৃহস্পতিবার রাতে গাঙ্গাইল রোডে এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের তিনটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে।

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি ইদ্রিস মিয়া, বাবুল মিয়া ও কুদ্দুস মিয়া নামে তিন ভাইয়ের। এরমধ্যে এক ভাই ছাটাইকৃত ১০৩২৩ শিক্ষক। অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, রাতের আঁধারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ।

আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠা ঘর থেকে তড়িঘড়ি বের হতে গিয়ে শরীরে আগুন লেগে আহত হয়েছেন দুই ভাই।

তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনবনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এই নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট করার লক্ষ্যেই চক্রান্তকারীরা এ ধরনের নাশকতা মূলক ঘটনা সংঘটিত করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৬৩ ◻ ৮ জুলাই ২০২৩ ইং ◻ ২২ আষাঢ় ◻ শনিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মার্কিনের অনধিকার চর্চা

মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটির মণিপুর বিষয়ক মন্তব্যে অসন্তুষ্ট দিল্লি। কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে আয়োজিত সম্মেলনে মণিপুর ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে তিনি মণিপুরে দ্রুত শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন।বিদেশ মন্ত্রকের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এই ইস্যুতে প্রশ্ন ওঠে মার্কিন রাষ্ট্রদূত গারসেটি নিজস্ব ক্ষমতার পরিধি অতিক্রম করিয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ করিয়াছে কিনা ? সে বিষয়ে সরকারের মতামত কী ? উত্তরে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, "মার্কিন রাষ্ট্রদূত আদৌ এমন কোনও মন্তব্য করিয়াছেন কিনা তাহা প্রত্যক্ষভাবে নজরে আসেনি। তবে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণী সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা আছে। কোনও দেশের রাষ্ট্রদূত অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মতামত পোষণ বা হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ, যদি না তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহার দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্তরে সংযুক্ত হয়। তাই এ জাতীয় কোনও প্রস্তাবনাকে আমরা আমল দিচ্ছি না।" ভারত তাহার অভ্যন্তরীণ সংকট মিটাইতে যথেষ্ট সক্ষম বলিয়া দাবি করেন ব ।মণিপুর সম্পর্কে বলিতে গিয়া অরিন্দম বাগচি জানান, "উপদ্রুত রাজ্য নিয়া আমরাও উদ্বিগ্ন। সেখানে শান্তি প্রতিস্থাপনের জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। সকল পক্ষের মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুত মণিপুরে শান্তি কায়েম হবে। সরকার সেদিকেই সর্বক্ষণ নজর রাখিতেছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তৃতীয় কোন দেশের হস্তক্ষেপ বা অনাদিকার চর্চা ভারত কোনভাবে মানিয়া নিবে না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ভারত বর্ষ কোন পরিস্থিতিতেই তৃতীয় কোন দেশের কাছে মাথা নত করিবে না। প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করিতে যে কোন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না দেশের সরকার ও জনগণ। ভারতবাসীর এই অঙ্গীকার চিরকাল অম্লান থাকিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের যত বড় বন্ধুই হোক না কেন তাহাদের কোন ধরনের অনাধিকার চর্চা ভারত সরকার এবং ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না। ভারত সরকার ইতিপূর্বেও এই ধরনের বার্তা দিয়াছে। এ যাত্রায়ও ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনিপুর প্রসঙ্গে মন্তব্য কোনোভাবেই মানিয়া নিবে না।

শ্রীনগর থেকে লেহ যাওয়ার পথে উল্টে গেল ট্রাক, চালক ও খালাসির মৃত্যু

গান্ডেরবাল, ৭ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ জেলায় ট্রাক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকের চালক ও খালাসি। জেকে০৩ডি-৫০০৪ নম্বরের একটি ট্রাক সবজি নিয়ে শ্রীনগর থেকে লেহ আসছিল। শুক্রবার সকালে লেহ জেলার বুজগু এলাকার কাছে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাকের চালক ও খালাসির।

লেহ-র পুলিশ সুপার পি ডি নিত্য বলেছেন, শুক্রবার সকালে লেহ জেলার বুজগু এলাকার কাছে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ট্রাকের চালক ও খালাসির। মৃতদের নাম গান্ডেরবাল জেলার বাসিন্দা শাহনওয়াজ সোফি ও জহুর আহমেদ ওয়ানি।

মিলানের বৃদ্ধাশ্রমে আগুনে মৃত্যু ৬ জনের, আহত কমপক্ষে ৮০ জন

মিলান, ৭ জুলাই (হি.স.): ইতালির মিলানে একটি বৃদ্ধাশ্রমে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন আরও ৮০ জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বৃহস্পতিবার রাতভর ওই বৃদ্ধাশ্রম দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে।

দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবনের প্রথম তলার একটি ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তবে বহুতলের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়েনি। তবুও প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি হয়েছিল। মিলানের মেয়র জিউসেপ সালা ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন, দুই আবাসিক নিজেদের ঘরে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন, ৪ জন ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টে প্রাণ হারান।

ক্রান্তি গাথা প্রদর্শনশালা ঘুরে দেখলেন রাষ্ট্রপতি, সাই বাবার কাছে দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মূ শুক্রবার মহারাষ্ট্রের রাজভবনে ব্রিটিশ জমানার মাটির নীচের বাঙ্কারে নির্মিত ক্রান্তি গাথা প্রদর্শনশালা ঘুরে দেখলেন। রাষ্ট্রপতি মহান যোদ্ধা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান। ২০১৬ সালে রাজভবনের নীচে অবস্থিত এই বাঙ্কারে প্রদর্শনশালা গড়ে তোলা হয়। এই গ্যালারীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলকারীদের বিভিন্ন মুহুর্ত তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মহারাষ্ট্রের শিরডির পবিত্র সাই ধামে সাই বাবার কাছে প্রার্থনা করেন। সাইবাবার কাছে সমস্ত দেশবাসীর কল্যাণ ও সুখের জন্য প্রার্থনা করেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইশ।

শিবসেনায় যোগ দিলেন নীলম গোরহে; সঞ্জয় বললেন, ”অনেক শিন্ডে সেনা বিধায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন”

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.) : প্রাক্তন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) দলের নেত্রী এবং বিধান পরিষদের সদস্য (এমএলসি) নীলম গোরহে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপস্থিতিতে শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন। মনীষা কায়ান্দে এবং ভিপ্লোভ বাজারিয়ার পরে শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) থেকে তৃতীয় এমএলসি হয়েছেন মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের ডেপুটি চেয়ারপার্সন গোরহে।

এদিন মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের ব্যবসায়িক উপদেষ্টা সভায়, বিজেপি নেতা প্রবীণ দারেকার ভাইস চেয়ারপারসন নীলম গোরহের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন বিজেপির প্রসাদ লাড।

নীলম গোরহে শিবসেনায় যোগদানের প্রেক্ষিতে উদ্ধব ঠাকরের ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, "অনেক শিন্ডে সেনা বিধায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ১৮ জন বিধায়ক যোগাযোগ করেছেন। এটা নয় যে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র উদ্ধব ঠাকরেই নিতে পারেন।'

গ্র্যাভিটি: মহাকাশের এক অজানা অধ্যায়

কাজী আকাশ

একবার ভাবুন, আপনি প্রথমবার মহাকাশে গেছেন। উপভোগ করছেন মহাশূন্যের শূন্যতা। হঠাৎ আপনার মহাকাশযান ধ্বংস হয়ে গেল। মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গী একমাত্র স্পেস সুট। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায় নেই। এ অবস্থায় আপনি কী করতে পারেন? এখানেই জীবনের শেষ দেখে ফেলবেন? নাকি পৃথিবীতে ফিরে আসার শেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন?

এ রকম একটি কাহিনির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ২০১৩ সালের বহুল প্রশংসিত সাইফাই সিনেমা গ্র্যাভিটি। সিনেমার শুরুতে দেখা যায়, দু'জন নভোচারী নাসার একটি মিশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। একজন নারী নভোচারী রায়ান স্টোন, যিনি জীবনের প্রথম মহাকাশে যাত্রা করবেন। অন্যজন দলের কমান্ডার ম্যাট কোয়ালস্কি। এটিই তাঁর জীবনের শেষ মিশন। নভোচারী দু'জনের কাজ হাবল টেলিস্কোপে একটি নতুন স্ক্যানিং ডিভাইস লাগানো এবং টেলিস্কোপের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার আপগ্রেড করা। তাঁদের মিশন সাত দিনের। সপ্তম দিনে দেখা যায়, রায়ান মহাকাশযানের বাইরে এসে কাজ করছেন। প্রথম মিশন, তাই কিছুটা নার্ভাস তিনি। হঠাৎ পৃথিবী থেকে তাঁদের জানানো হয়, মিশন বন্ধ করে তখনই পৃথিবীতে ফিরে যেতে। কারণ, তাঁদের দিকে ছুটে আসছে একটি স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ। রাশিয়ার অকেজো একটি স্যাটেলাইটের অংশ। এটিই কাল হয়ে দাঁড়ায় রায়ান স্টোনদের জন্য। পৃথিবী থেকে সতর্ক বার্তা পাঠানো হলেও রায়ান চাচ্ছিলেন কাজটা শেষ করে যেতে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই এক টুকরা ধ্বংসাবশেষ তাঁদের মহাকাশযানকে আঘাত করে এবং রায়ান মহাকাশযান থেকে আলাদা হয়ে যান। স্টোন এখানেই তাঁর শেষ দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু ম্যাট কোয়ালস্কি তাঁর বিশেষ স্পেস স্যুট ব্যবহার করে বাঁচিয়ে দেন রায়ানকে। অবশ্য ভাগ্য তাঁদের সহায় ছিল না। তাঁদের মহাকাশযান এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। ম্যাট সিদ্ধান্ত নেন, বিশেষ নিয়ন্ত্রিত স্পেস স্যুটের সাহায্যে তাঁরা ১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার দূরের আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে দুটি স্পেসক্র্যাফট নিয়ে পৌঁছাবেন পৃথিবীতে। কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হয় তাঁদের। কেননা, স্পেসক্র্যাফট ছিল মাত্র একটি। এদিকে তাঁদের স্পেস সুটে অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে। ম্যাট তখন নিজের জীবন উৎসর্গ করে রায়ানকে স্পেসক্র্যাফট নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে বলেন। কেননা দুজনের একসঙ্গে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। রায়ান চাচ্ছিলেন ম্যাটকে বাঁচাতে। রায়ান স্টেশনে ঢুকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। এর মধ্যে আগুন লেগে যায় স্টেশনে। এরপরই শুরু হয় ক্লাইমেক্স। সেটি কী? রায়ান কি পারবেন বেঁচে ফিরতে কিংবা ম্যাটকে বাঁচাতে। জানতে হলে দেখে ফেলুন সিনেমাটি।

সিনেমায় রায়ানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্যান্ড্রা বুলক। ম্যাট কোয়ালস্কির চরিত্রে অভিনয় করেছেন জর্জ কলোনি। সিনেমার পরিচালক আলফোনসো কুয়ারোন। সিনেমার গল্প, অভিনয়, ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দুর্দান্ত। সিনেমাটি ৮৬তম অস্কারে সর্বোচ্চ ১০টি বিভাগে নমিনেশন পায়। জেতে সাতটি পুরস্কার। ১০০ মিলিয়ন বাজেটের সিনেমাটি আয় করে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। যাঁরা মহাকাশ ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এই সিনেমা দেখা আবশ্যক। সিনেমাজুড়ে আপনি একটিথ্রিল অনুভব করবেন। জানতে পারবেন মহাকাশের এক অজানা অধ্যায়কে। বুঝতে পারবেন, মহাকাশের বর্জ্য কতটা ক্ষতিকর।

কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে

আবুল বাসার

গত সংখ্যার পর।। কিন্তু ছোট কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ যদি ৩০ কিলোমিটার হয়, তাহলে সেটা কেন্দ্র থেকে মাত্র ৪৪০ কিলোমিটার দূরত্বেই সেমাইকরণের প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে পারবে। তাই বড় বা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়। তাই ঝাঁপ দিতে চাইলে বড় কৃষ্ণগহ্বর বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং। এবার দেখা যাক, কৃষ্ণগহ্বরটার দিকে আরও এগিয়ে গেলে কী কী ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুটি মজার ঘটনা ঘটবে। প্রথমত, ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধের প্রায় তিন গুণ এলাকায় অ্যাক্রেশন ডিস্ক শেষ হয়ে যেতে দেখা যাবে। তারপর কৃষ্ণগহ্বরের চারদিকের এলাকা প্রায় ফাঁকা। কারণ, কোনো কিছু এই বিন্দু ছাড়িয়ে গেলে সেটা দ্রুত ভেতরে ঢুকে যায়। এই বিন্দু থেকেই বেশির ভাগ বস্তু আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে আরেকটা চমকপ্রদ ব্যাপার চোখে পড়বে। দেখা যাবে, চারপাশের স্থান বিপুলভাবে বেঁকে গেছে। আপনি তখন এমন এক বিন্দুতে থাকবেন, যেখানে মহাকর্ষ খুবই শক্তিশালী। তাই আলোর চলার পথও ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়ে যাবে, যা লক্ষ করার মতো। সেই অনুভূতি হবে লেন্সের ভেতর সাঁতার কাটার মতো। কৃষ্ণগহ্বরের চারদিকের স্থান ব্যাপকভাবে বেঁকে যায়, তাই আলোর চলার পথও সেখানে সোজা মনে হবে না।

এরপর আরেকটু এগিয়ে গেলে ঘটতে থাকবে আরও উদ্ভট সব ঘটনা। কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় আড়াই গুণ দূরে পৌঁছালে কালো একটা বৃত্ত দেখতে পাবেন। একে বলা হয় কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া। কৃষ্ণগহ্বর আসলে তার নিজের আকারের চেয়ে বড় ছায়া ফেলে। কারণ, ঘটনা দিগন্তের ভেতর ঢুকে পড়া ফোটনগুলো আটকে ফেলার পাশাপাশি চারপাশ দিয়ে ছুটে চলা ফোটনগুলোর গতিপথেও বাঁকিয়ে ফেলতে পারে কৃষ্ণগহ্বর। এসব ফোটন একসময় মহাকর্ষীয় এই কূপের ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। তাই এসব আলোও আমরা দেখতে পাই না।

কৃষ্ণগহ্বরের যত ভেতরে যেতে থাকবেন, এই ছায়াকে তত বড় মনে হতে থাকবে। আরও কাছে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে কৃষ্ণগহ্বর আরও আলো আটকে ফেলছে। সেটি না হলে এই আলোই হয়তো আপনার চোখে এসে আঘাত করত। আপনার দৃষ্টিসীমার প্রায় পুরোটাই দখল করে নিতে শুরু করবে এটি। এই জায়গায় এসে আপনার একটি সেলফি নেওয়ার শখ জাগতে পারে। কারণ, আপনার চারপাশে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাবে। মনে হবে, আপনি কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে সেলফি তুলছেন। কিন্তু আপনার আসলে আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি।

৩

কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় দেড় গুণ দূরে আরেকটা চমৎকার জায়গায় উপস্থিত হবেন আপনি। সেখানে আলোর ফোটনগুলো কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে দেখা যাবে। একেবারে নিখুঁত বৃত্তে ঘোরে এ ফোটন। আলোর কোনো ভর নেই। তাই বেঁকে যাওয়া স্থানের ভেতর দিয়ে চিরকাল এভাবেই কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘোরার সম্ভাবনা থাকে। তবে কোনো বিচ্যুতির কারণে আলোগুলো সর্পিলাকারে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর চলে যেতে পারে কিংবা চলে যেতে পারে বাইরের মহাকাশে। আলোর এই নিখুঁত বৃত্তে একটা কক্ষপথে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে দারুণ একটা সুযোগ পাবেন এখানে। এই জায়গায় এসে স্বচক্ষে নিজের মাথার পেছনটা দেখার বিরল সুযোগ পাবেন। তাই নিজের মাথার পেছন দিকটা দেখতে না পেয়ে এতকাল যাঁরা হা---হুতাশ করেছেন, এই জায়গা নিঃসন্দেহে তাঁদের পছন্দ হবে।

কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় দেড় গুণ দূরত্ব পেরিয়ে যাওয়ার পর আপনি এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছাবেন, যেখানে আলোও আর নিরাপদে ঘুরপাক খেতে পারে না। সে---ও কৃষ্ণগহ্বরে চিরকালের জন্য আটকা পড়ে যায়। এখান থেকে তাই আপনার আর বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখন শুধু একমুখী চলার পথ। আর পথটা আক্ষরিক অর্থেই কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে। এই জায়গায় এসে মনে হবে, কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মহাবিশ্বের দৃশ্য চোখের সামনে থেকে সরে যেতে থাকবে। এ সময় যদি পেছন ফিরে তাকান, তাহলে মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। মহাবিশ্বের এই দৃশ্যের উদ্ভট ব্যাপারটা হলো, এতে মহাবিশ্বের সবকিছুই থাকবে। এমনকি কৃষ্ণগহ্বরের পেছনের সবকিছুও। এই বিন্দুতে স্থান এতই বেঁকে থাকে যে মহাবিশ্বের সব প্রান্ত থেকে আসা আলো এখানে অসংখ্যবার ঘূর্ণি তৈরি করবে। এরপর সেটা আপনার মাথার পেছনে ও পাশে আঘাত করবে। সেই দৃশ্য দেখাবে অনেকটা মাছের চোখে দেখা বিশ্ব বা আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে দেখা দৃশ্যের মতো। কাজেই মহাবিশ্বের অসংখ্য সংস্করণ দেখতে পাবেন সেখানে, যা আপনার দৃষ্টিসীমায় পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

কৃষ্ণগহ্বরের আরও কেন্দ্রের দিকে যেতে থাকলে মহাবিশ্বের এই বাইরের জানালাটা সংকুচিত হতে থাকবে। তারপর কৃষ্ণগহ্বরের ছবিটাই মুখ্য হয়ে উঠবে। এরপর ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে যাবেন আপনি।

আপনি যখন কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দিলেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু বন্ধু থাকবেন, যাঁরা কাজটাকে ভাবেন স্রেফ পাগলামি। তাই আপনার পেছনেই থেকে যাবেন তাঁরা। প্রশ্ন উঠতে পারে, ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে গেলে ওই বন্ধুরা কী দেখতে পাবেন?

জানেন নিশ্চয়ই, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বমতে, মহাকর্ষ শুধু স্থানই নয়, সময়ও বাঁকিয়ে দেয়। কৃষ্ণগহ্বরের অতি শক্তিশালী মহাকর্ষও তাই সময়কে চরমভাবে বাঁকিয়ে দেবে।

> কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় দেড় গুণ দূরত্ব পেরিয়ে যাওয়ার পর আপনি এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছাবেন, যেখানে আলোও আর নিরাপদে ঘুরপাক খেতে পারে না। সে—ও কৃষ্ণগহ্বরে চিরকালের জন্য আটকা পড়ে যায়। এখান থেকে তাই আপনার আর বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখন শুধু একমুখী চলার পথ। আর পথটা আক্ষরিক অর্থেই কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আরও বলে, অতি উচ্চগতি সময়কে ধীর করে দেয়। একইভাবে দানবীয় ভরের কোনো বস্তুও (যেমন কৃষ্ণগহ্বর) সময়কে ধীরগতির করে দিতে পারে। কাজেই আপনি কৃষ্ণগহ্বরের অনেক কাছে চলে গেলে আপনার বন্ধুরা দেখতে পাবেন যে আপনার সময় ধীরে বইছে। তাঁদের মনে হবে, আপনি খুবই খুবই ধীরগতিতে চলছেন। কৃষ্ণগহ্বরের যত কাছে যেতে থাকবেন, আপনার বন্ধুরা আপনাকে তত ধীরগতিতে চলতে দেখবেন।

আবার এদিকে কৃষ্ণগহ্বরের যত কাছে যাবেন, বন্ধুদের কাছে আপনার ঘড়ির সময়ও তত ধীরে চলতে থাকবে। তাঁদের চোখে, একসময় আপনার ঘড়ির সময় এতই ধীরে বইবে যে তাঁদের মনে হবে, আপনি বোধ হয় সময়ের ভেতর জমে গেছেন। আসলে বাইরের বিশ্বের চোখে আপনি চিরকাল ওভাবেই ঝুলে থাকবেন। বাইরের কেউই আপনাকে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে কখনোই পড়তে দেখতে পাবে না। কারণ, বাইরের চোখে, আপনার জন্য সময় জমে যাবে এবং আপনার ছবিখানা কৃষ্ণগহ্বরের পৃষ্ঠতলে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেখানেই খোদাই হয়ে থাকবে চিরকাল।

কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর আপনার পুরোপুরি পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য বাইরের কোনো পর্যবেক্ষককে অসীম সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। এই বন্ধুরা নিঃসন্দেহে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ আর সেরা। কিন্তু তাঁদেরও নিজস্ব জীবন আছে। বাকি জীবনটা তাঁদেরও বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ফিরে আসার আশা বাদ দিয়ে সেখান থেকে একসময় তাঁরা চলে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। যাওয়ার আগে যদি স্মৃতি হিসেবে আপনার শেষ ছবিটা তুলতে চান, তাহলে সেখানে আপনাকে অস্পষ্ট আর লালচে দেখা যাবে। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ সেখানকার ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো প্রসারণের মাধ্যমে রূপান্তরিত করবে অবলোহিত আলোয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন, বন্ধুদের চমকে দিতে যদি নাটকীয়ভাবে কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেন, তাহলে খুব একটা লাভ নেই।

৪

ওদিকে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর আপনার আসলে কী ঘটছে? বন্ধুদের চোখে আপনি সময়ের ভেতর জমে যাওয়া মানুষ হলেও বাস্তবে কিন্তু ঘটছে উল্টো ঘটনা। তখন আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্র বরাবর। যেন চরম বন্য গতির কোনো রোলার কোস্টারের যাত্রী।

মনে রাখতে হবে, সময় আপনার জন্য তখনো স্বাভাবিক গতিতে বয়ে যাচ্ছে। কাজেই আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষ্ণগহ্বরমুখী যাত্রাটা বেশ স্বাভাবিক গতিতে ঘটছে বলে মনে হবে। আপনি ক্রমে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলেও বাইরের মহাবিশ্ব ভাববে, সেটা কখনো ঘটেনি। তাই ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে গেলে কী ঘটে, পদার্থবিদেরাও এ সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না। তাঁদের বিশ্বাস, খুব বেশি ঘটনা এখানে ঘটে না।

চূড়ান্ত সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর বাইরের মহাবিশ্বের দৃশ্য সংকুচিত হতে হতে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে এসে পৌঁছাবে। এরপর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে আপনার চারপাশের সবকিছু। তখন একমাত্র যে আলোর উৎস দেখা যাবে, সেটি হলো, গোটা মহাবিশ্বের দৃশ্যের ওই অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। অন্তত কিছু একটা তো আছে। তাত্ত্বিকভাবে, ঘটনা দিগন্তে আসলে কিছুই নেই। সেখানে কোনো বেড়া বা দেয়াল বা কোনো বলক্ষেত্র বা কোনো মহাজাতিক সিকিউরিটি গার্ডসহ কোনো গেটকিছুই নেই। এটা এমন একটি জায়গা, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। এটাই সেই না ফেরার দেশের শুরু।

কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর স্থান এতই বেঁকে যায় যে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ থাকে না। আপনি যত জোরেই যাওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, স্থান-কাল সেখানে একমুখী। কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে সময় একমুখী (মানে সামনের দিকে চলে)। কিন্তু ঘটনা দিগন্তের ভেতরে স্থানও একমুখী (শুধু ভেতরের দিকে যাওয়া যায়)। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর সবকিছুই তার গভীরে টানছে।

এই সময় যদি বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জোর চেষ্টা চালান, তাহলে সেটা কেন্দ্রে যাওয়াটাকেই আরও ত্বরান্বিত করবে। কাজেই সে চেষ্টা বাদ দেওয়াই ভালো। তার চেয়ে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরটা কেমন, তা চোখ বুলিয়ে দেখে নিতে পারেন। কারণ, বিজ্ঞানীরা এখনো এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অবশ্য সে চেষ্টা করেও খুব বেশি লাভ নেই। কারণ, সেখানে তো আলোর কোনো উৎসও নেই। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরটা সম্পর্কে আপনি যদি মহান কোনো আবিষ্কার করেও ফেলেন, তারপরও সেটা আপনার স্বজাতিকে কখনো বোধ হয় জানাতে পারবেন না।

কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে চিন্তা করা যায় কি না, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত নন বিজ্ঞানীরা। কারণ, শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য দেহের ভেতর রক্ত, তথ্য এবং রাসায়নিক আয়নগুলোর সবদিকে চলাচল জরুরি। আপনার দেহের রক্ত আর নিউরন যদি শুধু কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে বেঁচে থাকলেও আপনার চেতনা কি তখনো বহাল থাকবে? আবার ঘটনা দিগন্তের ভেতরে স্থান আর কালের চেহারাটা কেমন, তা—ও জানা নেই আমাদের। তাই সেখানে কী ঘটে, বলা মুশকিল। মহাকর্ষ নিয়ে মানবজাতির সেরা আবিষ্কার আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শুধু কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে ভালোভাবে কাজ করে। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে ক্ষুদ্র পরিসরে তা অকার্যকর। কারণ, সেখানে কোয়ান্টাম মেকানিকসকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আসলেই অকার্যকর কি না কিংবা কিছুটা সঠিক কি না, তা---ও আমরা নিশ্চিত জানি না। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যদি সেখানে সামান্য হলেও সঠিক হয়, তাহলে এর সমীকরণ থেকে আমরা যেসব তথ্য পাই, তা মোটেও সুখকর নয়। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রের যত কাছে যাবেন, মহাকর্ষ তত বেশি শক্তিশালী হতে থাকবে। আপনি দ্রুত থেকে আরও দ্রুত বেগে কেন্দ্রের দিকে ছুটতে থাকবেন। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহ্বর আছে, সেখানে পড়ে গেলে কেন্দ্রে পৌঁছাতে আপনার সময় লাগবে মাত্র ২০ সেকেন্ড। অবশ্য কেন্দ্র পর্যন্ত আপনার পৌঁছানোর কথা নয়। তার অনেক আগেই স্প্যাগেটিফিকেশন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এখন কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর যদি আপেক্ষিকতা একদমই কাজ না করে, তাহলে আপনার ভাগ্যে কী ঘটতে পারে? এ ক্ষেত্রে আর তত্ত্ব কাজ করে না, তার জায়গা দখল করে কল্পনা। বিজ্ঞানীসহ বিশেষ করে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখকদের জন্য খুবই প্রিয় একটা বিষয় সেটা। এই দলের মতে, ঘটনা দিগন্ত পার হওয়ার পর মজার মজার সব ঘটনা ঘটতে পারে। কিছু পদার্থবিদের অনুমান, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর একেবারে আলাদা এক মহাবিশ্ব রয়েছে। কাজেই ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে নতুন একটা মহাবিশ্বে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে! কে জানে সত্যি কি না!

আরেক দলের অনুমান, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর কোনো ওয়ার্মহোলের সংযোগ থাকতে পারে, যেটা মহাবিশ্বের আরেকটা প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে ওয়ার্মহোলের ওই প্রান্তে কী আছে? বিজ্ঞানীদের অনুমান, সেখানে হয়তো কোনো হোয়াইট হোল বা শ্বেতগহ্বর থাকতে পারে। মানে কৃষ্ণগহ্বরের ঠিক বিপরীত চরিত্রের মহাজাগতিক বস্তু। কৃষ্ণগহ্বর যেমন সবকিছু নিজের কেন্দ্রে টেনে নেয়, শ্বেতগহ্বর তেমনি সবকিছু বাইরে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। আর ওই সব বস্তু আসে কৃষ্ণগহ্বর থেকে। কাজেই ভাগ্য ভালো থাকলে, এমন কোনো শ্বেতগহ্বর দিয়ে আবারও মহাবিশ্বে বেরিয়ে আসা যাবে হয়তো। আপনি মারা যান বা বেঁচে থাকুনভাগ্যে যেটাই ঘটুক না কেন, আপনি যে মহাবিশ্বের অনেক গোপন রহস্য জেনে যাবেন, তাতে সন্দেহ নেই! সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিকসের নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হবে আপনার মহান হাত দিয়েই। কিংবা নতুন কোনো মহাবিশ্বও আবিষ্কৃত হতে পারে। তাহলে আপনিই হবেন দুঃসাহসিক মহাজাগতিক কলম্বাস! কিন্তু দুঃখের ব্যাপারটা হলো, এসব গোপন রহস্য চিরকাল গোপনই থেকে যাবে। সে কথা কাউকে বলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়তো পাবেন না কোনো দিন! জীবনানন্দের ভাষায়, 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভোটের আগেরদিন উত্তপ্ত কোচবিহারের বিভিন্ন স্থান, উদ্ধার একাধিক তাজা বোমা

কোচবিহার, ৭ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কোচবিহারের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজি। উদ্ধার একাধিক তাজা বোমা। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার-১ ব্লকের পাটছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৯ নম্বর বুথ। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি চলে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদিকে, ভোটের আগেরদিন উত্তপ্ত কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি-১ নম্বর অঞ্চলের ৮/১৩০ নম্বর বুথ সাহেব কলোনি এলাকা।

নির্বাচনের একদিন আগে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার-১ ব্লকের পাটছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৯ নম্বর বুথ। বৃহস্পতিবার রাত ১টা থেকে প্রায় ভোর ৪টা পর্যন্ত এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি চলে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। শুক্রবার সকালে পুলিশ গিয়ে সেখান থেকে তিন-চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

১০৯ নম্বর বুথের এসইউসিআই প্রার্থী প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'রাত ১টা থেকে বোমাবাজি শুরু হয়। ভোর প্রায় ৪টা পর্যন্ত বোমাবাজি চলে।

সব মিলিয়ে প্রায় ১০-১২টা বোমা ফাটার আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে।' প্রসেনজিৎ জানান, তাঁরা সকলেই আতঙ্কে রয়েছেন। এদিন সকালে পুলিশ গিয়ে সেখান থেকে তিন-চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। শাসকদলের লোকেরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের কোচবিহার-১ ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি খোকন মিয়াঁ। তিনি বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।'

এদিক, শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি-১ নম্বর অঞ্চলের ৮/১৩০ নম্বর বুথ সাহেব কলোনি এলাকা।

বিজেপি কর্মী মিলন সূত্রধরের বাড়ির সামনে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। এদিন সকালে বোমা দুটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ অনেক দেরিতে আসে। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া তাঁরা ভোট দিতে যাবেন না। এলাকার বিজেপি প্রার্থীর স্বামী দীপঙ্কর দে বলেন, ভয় দেখাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই বোমা রেখে গিয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, 'বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে ওই ঘটনা ঘটেছে।' ঘটনার তদন্ত চলছে।

ফের অশান্ত দিনহাটা; বিজেপির তিন কর্মী গুলিবিদ্ধ, অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার, ৭ জুলাই (হি.স.): আবারও অশান্ত হয়ে উঠল কোচবিহার জেলার দিনহাটা। বৃহস্পতিবার রাতে দিনহাটায় তিন বিজেপি কর্মীকে গুলি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও এক বিজেপি কর্মী। দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বামনহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালমাটি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। হামলা চালানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা প্রচার শেষে বিজেপি প্রার্থী রাজু বর্মণের বাড়ির বাইরে বসেছিলেন। ঠিক সেই সময় এক দল দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে আচমকা হামলা চালায়। বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে পর পর বোমা এবং গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে চার জন আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী। ৪ জনকেই উদ্ধার করে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে অর্জুন ও মিলনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্য দিকে, চন্দ্রকান্ত এবং নারায়ণকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ভারতে ৪৫-এ পৌঁছল দৈনিক সংক্রমণ; আরোগ্যের হার উর্ধমুখীই, করোনায় মৃত্যু দু'জনের

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৫০-এর নীচেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪৫ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দু""জনের (মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৪৫৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৯১২-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,১২৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৮৫৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪২,২৬০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৫৪,৬৯৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস; বিলাসপুরে কাছে মৃত্যু ৩ জনের, আহত ৬ জন

বিলাসপুর, ৭ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল যাত্রীবাহী একটি বাস, ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুর থেকে আসা বাসটির গন্তব্য ছিল রায়পুর। কিন্তু, বিলাসপুরের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেই বাসটি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে বাসটি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ৩ জন যাত্রী, এছাড়াও ৬ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। বিলাসপুরের পুলিশ সুপার সন্তোষ সিং বলেছেন, অম্বিকাপুর থেকে আসা বাসটির গন্তব্য ছিল রায়পুর। ওই বাসে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে দেখতে পারেননি বাসের চালক। তাই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আহতদের যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন বাঘেল।

৩.৬ মাত্রায় ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল

সিমলা, ৭ জুলাই (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার সকালে রাজ্যের আদিবাসী জেলা কিন্নৌরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৩.৬। এই ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

সিমলার আবহাওয়া কেন্দ্রের মতে, শুক্রবার সকাল ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৬ এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল কিন্নৌর ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার নীচে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ ভূমিকম্পের কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা অস্বীকার করেছে। এর আগেও বহুবার কিন্নৌরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, হিমাচল প্রদেশ ভূমিকম্পের দিক থেকে খুবই সংবেদনশীল। বিশেষ করে চম্বা, কাংড়া এবং মান্ডি জেলাগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

পশ্চিমবঙ্গে ৮ জুলাই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন, বেশি বাহিনী থাকছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.): হিংসা, ঝামেলা, গন্ডগোলের আশঙ্কার মধ্যেই ৮ জুলাই (শনিবার) ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের ৬১ হাজার ৬৩৬টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হবে শনিবার সকাল ৭টা থেকে, চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। রাজ্যের ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ২১ হাজার ২৩৪ জন মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৪ হাজার ৮৩৪। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় দ্বিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি এবং বাকি ২০টি জেলাতে ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ৫ কোটি ৬৭ লক্ষের বেশি। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

পঞ্চায়েত ভোটের নিরাপত্তায় মোট ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

প্রত্যাশিত বৃষ্টি বেপাত্তা; গরমও ততধিক নেই দক্ষিণবঙ্গে, মনোরমই রয়েছে আবহাওয়া

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.): বর্ষার আগমণ হয়েছে ঠিকই, তবুও প্রত্যাশিত বৃষ্টির দেখা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই গরমও তেমন নেই। আবহাওয়া মোটামুটি মনোরমই রয়েছে। তবে, কখনও কখনও রোদের তেজে অনুভূত হচ্ছে গরম। যা অবশ্য সাময়িকের জন্য, বৃষ্টি হতেই ফের অনুভূত হচ্ছে মনোরম আবহাওয়া। আপাতত এমনই থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া। তাপমাত্রার পারদও খুব বেশি চড়বে না। দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় আবার হালকা বৃষ্টিও হবে। ঠিক যেমন শুক্রবার ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। কলকাতায় সেভাবে বৃষ্টি না হলেও, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। এই জেলাগুলিতে সেভাবে গরমও অনুভূত হচ্ছে না।

দক্ষিণবঙ্গের আপাতত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা না থাকলেও, বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের ওপরের ৫টি জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙ-এ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি মালদহ ও উত্তর ও দিনাজপুর জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বেগুসরাইয়ে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু একজনের

বেগুসরাই, ৭ জুলাই (হি.স.) : বিহারের চকিয়া সহকারি স্টেশন এলাকায় রূপনগর ঘাটে নাগ পঞ্চমী উপলক্ষে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। নিহত সুজল কুমার বেহাত জালালপুরের বাসিন্দা।

জানা গেছে, শুক্রবার নাগপঞ্চমী উপলক্ষে এক বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গা স্নান করতে রূপনগর ঘাটে গিয়েছিলেন ১৬ বছর বয়সী সুজল কুমার। স্নানের সময় অবৈধভাবে খনন করা গর্তের গভীর জলে দুজনেই ডুবে যায়। সেই সময় রূপনগরের বাসিন্দা কারি পাসওয়ান ওই ঘাটে দুজনকে ডুবতে দেখে গঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। একজনকে উদ্ধার করা গেলেও, সুজল কুমার জলে ডুবে মারা যান। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি প্রশাসনকে জানায়। এরপর সিমারিয়া থেকে আসা ডুবুরিরা অনেক চেষ্টার পর সুজলের দেহ নদী থেকে উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে বিপুল মানুষের ভিড় জমে যায়। বর্তমানে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় ফলকনুমা এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন; তিনটি বগিতে অগ্নিকান্ড ! সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত

হায়দরাবাদ, ৭ জুলাই (হি.স.): তেলেঙ্গানায় ভয়াবহ আগুন লাগল হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনুমা এক্সপ্রেসে। শুক্রবার সকালে বোম্মাইপাল্লি ও পাগিদিপাল্লি স্টেশনের মাঝে হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনুমা এক্সপ্রেসে আগুন ধরে যায়। ট্রেনে আগুন লাগা মাত্রই সমস্ত যাত্রীদের ওই ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলের সিপিআরও সি এইচ রাকেশ বলেছেন, ফলকনুমা এক্সপ্রেসে আগুন লাগার খবর পাওয়া গিয়েছে। সমস্ত যাত্রী নেমে গিয়েছেন। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন। ট্রেনটি বোমাইপাল্লি এবং পাগিদিপাল্লির মধ্যে থামানো হয়েছিল। এস ৪, এস ৫ ও এস ৬-এই তিনটি বগিতে আগুন লেগেছে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজছে জম্মু ও কাশ্মীর, সাময়িকভাবে স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি.স.): অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে। তবে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে শুক্রবার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হল অমরনাথ যাত্রা। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার কারণে এদিন অমরনাথের পবিত্র গুহার দিকে যেতে দেওয়া হয়নি কোনও পুণ্যার্থীকে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত এমনই বৃষ্টি চলবে জম্মু ও কাশ্মীরে।

শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত (বিগত ২৪ ঘন্টায়) শ্রীনগরে ১.২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, পহেলগামে ৭.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, গুলমার্গে ০.৬ মিলিমিটার। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রা কিছুটা নেমেছে শ্রীনগরে, এদিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ১০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস প্রার্থীর দাদাকে খুন, দায় অস্বীকার করল অভিযুক্ত তৃণমূল

মুর্শিদাবাদ, ৭ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে হিংসা থামছেই না রাজ্যে। এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস প্রার্থীর দাদাকে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রানিনগরের হেরামপুর অঞ্চলের রায়পুর গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম অরবিন্দ মণ্ডল (৪৫)। তিনিও কংগ্রেস কর্মী। অভিযোগ, শুক্রবার সকালে কংগ্রেস প্রার্থীর দাদার উপর হামলা চালায় শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ইসলামপুর থানার রায়পুরে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেই ঘটনায় দু'জন আহত হন। ওই সংঘর্ষের ঘটনায় এক কংগ্রেস কর্মীর মাথা ফাটে। রাতেই আহতদের উদ্ধার করে ডোমকল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। স্থানীয়েরা জানান, এর পর শুক্রবার সকালে হীরামপুর অঞ্চলের ২৮ নম্বর বুথের কংগ্রেস প্রার্থীর দাদা অরবিন্দ বাড়ির সামনে বসেছিলেন। সেই সময় আচমকাই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালায়।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা; পরিজনদের মারধর, খড়ের গাদায় আগুন ঝড়খালিতে

ঝড়খালি, ৭ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে অশান্তি থামছেই না দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এবার ঝড়খালিতে হামলা চলল বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের মারধরের পাশাপাশি খড়ের গাদায় আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার নফরগঞ্জ এলাকায়। নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫২ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী লিপিকা মণ্ডল ও তাঁর স্বামীকেও মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। গ্রামের মানুষজন বেরিয়ে এলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। রাতেই খবর পেয়ে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, ভোটের দিন বুথে গেলে খুন করার হুমকি দিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত ওই বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

ভুগছিলেন মানসিক অবসাদে! ক্যাম্প অফিসে আত্মঘাতী কোয়েম্বাটুরের ডিআইজি বিজয়কুমার

কোয়েম্বাটুর, ৭ জুলাই (হি.স.): নিজ রক্ষীর বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর রেঞ্জের ডিআইজি সি বিজয়কুমার। শুক্রবার সকালে নিজ বাসভবনেই আত্মঘাতী হন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে তাঁর ক্যাম্প অফিসের সামনে আত্মহত্যা করেন তিনি। ডিআইজি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে ঠিক কী কারণে আত্মহত্যা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ডিআইজি। সকাল ৬.৪৫ মিনিটে ক্যাম্প অফিসে ফিরে আসেন তিনি। তার পরই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে তাঁর পিস্তলটি দিতে বলেন। পিস্তলটি নিয়ে অফিসের বাইরে বেরোন ডিআইজি। সকাল ৬.৫০ মিনিটে ওই পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে নিজেকে শেষ করেন তিনি।

ক্যাম্প অফিসে কর্তব্যরত অন্য আধিকারিকেরা খবর দেন শীর্ষ আধিকারিকদের। খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ সূত্রে দাবি, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছিল না তাঁর। এ কথা সহকর্মীদের বলেছিলেন ডিআইজি। তিনি অবসাদেও ভুগছিলেন বলে দাবি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পুকুরে ধারে মিলল অনেক বোমা, পঞ্চায়েত ভোটের আগে চাঞ্চল্য বীরভূমে

বীরভূম, ৭ জুলাই (হি.স.): একসঙ্গে ২০০টি তাজা বোমা উদ্ধার হল বীরভূমে। তাও আবার পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক একদিন আগে। বৃহস্পতিবার রাতে দুবরাজপুরের মামুদপুর গ্রাম থেকে এই বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে বোমা মজুতের খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দুবরাজপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়।

কর্ণাটকের বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারামাইয়া, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বিপুল অর্থ

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই (হি.স.): কর্ণাটকের বাজেট পেশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শুক্রবার দুপুরে কর্ণাটক বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। মোট ব্যয় ৩,২৭,৭৪৭ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে, যার মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ২,৫০,৯৩৩ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় ৫৪,৩৭৪ কোটি টাকা এবং ঋণ পরিশোধ ২২,৪৪১ কোটি টাকা রয়েছে। শিক্ষার জন্য ৩৭,৫৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, মহিলা ও শিশু উন্নয়নের জন্য ২৪,১৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি মোট বাজেট বরাদ্দের যথাক্রমে ১১ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ। মোট বরাদ্দের ৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৪,৯৫০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই নিয়ে সপ্তমবার বাজেট পেশ করলেন সিদ্দারামাইয়া।

আগামীকাল সৌরভের জন্মদিন, আসছে বড় ঘোষণা

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.): আগামীকাল শুক্রবার সৌরভের জন্মদিন। একান্ন বছরে পা দিচ্ছেন তিনি। আর জন্মদিনেই মহারাজ সম্ভবত বড়সড় কোনও চমক দিতে চলেছেন। নিজের একান্নতম জন্মদিনের আগে টুইটারে তেমনই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন বাংলার মহারাজ। কী ঘোষণা ? কোন ইঙ্গিত দেননি মহারাজ। টুইট দেখেও আন্দাজ পাওয়ার উপায় নেই।

আর তাতেই বাড়ছে জল্পনা। শুধু জানা গিয়েছে, আগামী ৮ জুলাই ৫১ তম জন্মদিনটা তিনি কলকাতাতেই কাটাবেন।

কাজের সন্ধান

সেন্ট্রালে মাধ্যমিক পাশদের ১৫৫৮ চাকরি

অনলাইনে আবেদন, আগরতলায় পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু করে উচ্চতর যোগ্যতায় ১৫৫৮ জনের চাকরি হচ্ছে। এসএসসি'র ওয়েবসাইটে লগঅন্ করে একবার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিলে পরবর্তী সময়ে এসএসসি-র যে-কোনও বিজ্ঞাপন অনুযায়ী খুব সহজেই আবেদন করা যায়। সম্প্রতি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অনেকে আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন বলে ফোনে এ বিষয়ে অনেকে জানতে চেয়েছেন। বিশেষ করে তাঁদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। মূল খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন অফিস ও দপ্তরে এম.টি.এস, হাওলদার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে। কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

কোনও বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষাপটে অনলাইনে চাকরির দরখাস্ত পাঠানো সহজ হলেও, অপেক্ষা করতে নেই। শেষ তারিখের যত আগে সম্ভব, আবেদন করে নিতে হয়। এসএসসি পরীক্ষার দরখাস্ত পাঠাতে গিয়ে আগে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে আবেদন করুন। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিসগুলোতে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। মাল্টি-টাস্কিং (নন্-টেকনিক্যাল) স্টাফ, এন্ড হাওলদার (সিবিআইসি এন্ড সিবিএন) এগজামিনেশন - ২০২৩-এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে জুলাইয়ে। দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি, সেপ্টেম্বর মাসের যে-কোনও দিন পরীক্ষা হতে পারে। তবে তা অবশ্যই ১৫ দিন আগে জানিয়ে দেওয়া হবে এসএমএস ও কল লেটারের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময়ে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৩ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারেন। কিছু পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ২৫ বছর। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। এবারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩২ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৭ বছর, বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩৫ বছর। বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা এসসি/ এসটি মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৪০ বছর। এম টি এস পদের মাইনে হবে ৭ম পে কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স পে লেভেল-১ অনুযায়ী। এছাড়া, অতিরিক্ত হিসেবে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। পদগুলো নন-টেকনিক্যাল, নন্-গ্যাজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল, গ্রুপ-সি ক্যাটেগরির।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্অন করে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ অফলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি ওঠে গেছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ২১ জুলাই-এর মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২১ জুলাই। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাল্টি-টাস্কিং (নন্-টেকনিক্যাল) স্টাফ, এন্ড হাওলদার (সিবিআইসি এন্ড সিবিএন) এগজামিনেশন - ২০২৩-এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে এপ্রিলে। দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি, সেপ্টেম্বর মাসের যে-কোনও দিন পরীক্ষা হতে পারে। তবে তা অবশ্যই ১৫ দিন আগে জানিয়ে দেওয়া হবে এসএমএস ও কল লেটারের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময়ে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। মোট প্রশ্ন ৯০টি। প্রশ্নপত্র হবে ২৭০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪টি পেপার। দুটিতে ৬০ এবং দুটিতে ৯০ করে মোট ২৭০ নম্বরের। সময় দেড় ঘন্টা বা ৯০ মিনিট। স্ক্রাইবার অর্থাৎ লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় যেমন ৩০ মিনিট অতিরিক্ত পাবেন। অর্থাৎ, তাঁদের জন্য সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি হলঃ সেশন-১ঃ (১) নিউমেরিক্যাল এন্ড ম্যাথামেটিক্যাল এবিলিটি, (২) রিজনিং এবিলিটি এন্ড প্রবলেম সলভিং। সেশন-২ঃ (১) জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কমপ্রিহেনশন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এনআইটি-তে **নন-টিচিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আরবিআই বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **ডেটা সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* মেডিকেল কলেজে **টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **এম.ও., হোমিও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **রীগার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের টিএমসি-তে **এম.ও, মেডিকেল সুপার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, বিডিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

*পদেরনাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **নন-টিচিং স্টাফ (এনআইটি)**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **ডেটা সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (আরবিআই)**
শূন্যপদ ঃ ৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ২৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট (মেডিকেল কলেজ),**
শূন্যপদ ঃ ২০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **এম.ও., হোমিও (বহিঃরাজ্য, স্বাস্থ্য বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **রীগার (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **এম.ও, মেডিকেল সুপার (টিএমসি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, বিডিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, যে-কোনও ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা আগস্টে, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন, টেকনিকেল (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **ম্যানেজার (অর্থ মন্ত্রক, মাইক্রো ফিনান্স),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **ক্লার্ক, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে সমস্ত শহরে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **এম.টি.এস (কেন্দ্রীয় সরকার),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০–০–০

*পদেরনাম ঃ **টেকনেশিয়ান, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০–০–০–০০০–০–০–০

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে

ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার চাকরির সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরি পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় ক্লার্ক পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৫টি ব্যাঙ্কের ৪৫৪৫টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ১০ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্দের ধারণা। এককথায়, ক্লার্ক পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২১-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৭-২০২৩ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের এবং বিধবা, ডিভোর্সি, বিবাহ বিচ্ছিন্নরা ৯ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে, কম্পিউটার ভিত্তিক। সেপ্টেম্বরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু। দিন স্থির করা হয় নি। তবে কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যে ব্যাঙ্কগুলির চাকরির জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হল ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক , ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্যদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে। পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই ন্যূনতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ডপাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায় (রাজ্য কোড ৪২), পশ্চিমবঙ্গের (রাজ্য কোড ৪৫) কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে। আসামের (রাজ্য কোড ১৪) গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর ও ডিব্রুগড়ে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১০০০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য সারা দেশ জুড়েই বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। সিবিআই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ম্যানেজার স্কেল-টু (মেইনস্ট্রিম) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে সিএ বা উচ্চশিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। তবে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৫-২০২৩-এ ২১ থেকে ৩২-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১০০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫০টি, এসটি'র জন্য ৭৫টি, ওবিসি'র জন্য ২৭০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১০০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, জেনারেলদের জন্য ৪০৫টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৪০টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ—
ক্রমিক নং ১ ঃ পদের নাম ঃ ম্যানেজার স্কেল-টু (মেইনস্ট্রিম)। শূন্যপদ ১০০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে সিএ বা উচ্চশিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স - ২১ থেকে ৩২ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় প্রতিটি শহরেই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। নিজ নিজ পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৫ জুলাই-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৫ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর, বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ ও হাতের লেখা ডিক্লারেশন ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

ছত্তিশগড়ের চাহিদা শুধুমাত্র বিজেপিই জানে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

রায়পুর, ৭ জুলাই (হি.স.): ছত্তিশগড়ের চাহিদা শুধুমাত্র বিজেপিই জানে, আর তাই দিল্লির বিজেপি সরকার ছত্তিশগড়ের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে বিজয় সঙ্কল্প মহা জনসভা থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ছত্তিশগড় গঠনে বিজেপি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। শুধুমাত্র বিজেপিই ছত্তিশগড়ের চাহিদা সম্পর্ক জানে, আর সেই কারণেই দিল্লির বিজেপি সরকার ছত্তিশগড়ের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আজও ছত্তিশগড়ের উন্নয়নের জন্য ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ছত্তিশগড়কে কংগ্রেসের দেওয়া ৩৬টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা হবে...কিন্তু এখন ৫ বছর পার হতে চলেছে এবং সত্য হল কংগ্রেস আসলেই হাজার হাজার কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারি করেছে।' কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ছত্তিশগড়ের উন্নয়নের সামনে একটি বড় "পাঞ্জা" (তাল) দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এটা হল কংগ্রেসের "পাঞ্জা", যা আপনাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই "পাঞ্জা" সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ছত্তিশগড়কে লুট করবে এবং ধ্বংস করবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিগত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় ছত্তিশগড়ের হাজার হাজার আদিবাসী গ্রামে রাস্তা পৌঁছেছে। ভারত সরকার এখানে প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় সড়কের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রয়াত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর মা

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.) : প্রয়াত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর মা শান্তিরানি চক্রবর্তী। বছর তিনেক আগে বাবাকে হারান অভিনেতা। মিঠুনের সঙ্গে মুম্বইয়ে থাকতেন তাঁর মা। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শান্তিরানি দেবী।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। এদিন মিঠুনের ছোট ছেলে নমশি চক্রবর্তী ঠাকুমার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। প্রায় তিন বছর আগে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে বাবা'কে হারান অভিনেতা। বাবা বসন্তকুমার চক্রবর্তীর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। কিডনি বিকল হওয়াতেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। সে সময় ভরা লকডাউন। করোনায় কাঁপছে গোটা বিশ্ব। সে সময় লকডাউনের কারণে বেঙ্গালুরুতে ছিলেন অভিনেতা। বাবা প্রয়াত হন মুম্বইয়ে। বাবার শেষকৃত্য করতে বেশ অসুবিধের মধ্যেই পড়তে হয় তাঁকে। মাঝে মাত্র তিন বছর। এবার চলে গেলেন মা-ও।

অভিনেতার মায়ের মৃত্যুর খবরে শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি টুইট করে লেখেন, 'মাতৃবিয়োগের জন্য মিঠুন চক্রবর্তীকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। আশা করি, মিঠুনদা ও তাঁর পরিবার এই গভীর শোক সামলে উঠবেন।'

বুথে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কমিশনকে নয়া প্রস্তাব বিএসএফের

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নয়া প্রস্তাব পাঠালেন বিএসএফের আইজি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোঅর্ডিনেটর। আইজি বিএসএফের প্রস্তাব, কোনও বুথে হাফ সেকশনের কমে বাহিনী থাকতে পারে না।

সেক্ষেত্রে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ বিএসএফ আইজির ফর্মুলা অনুযায়ী সব বুথে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত বাহিনী হাতে নেই। মূলত স্পর্শকাতর বুথেই জোর দেওয়া হবে।

হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ ব্যবহার করতে হবে সমান সমান। অর্থাৎ একটি বুথে একজন রাজ্য পুলিশের কর্মী থাকলে, একজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করতেই হবে। পুরো বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিএসএফের আইজিকে। তিনিই কমিশনকে নতুন প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে না। বাহিনী মূলত স্পর্শকাতর ও উত্তেজনাপ্রবণ বুথে থাকবে।

বিএসএফ আইজির নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি এবং দু'টি বুথ থাকলে কমপক্ষে হাফ সেকশন বাহিনী থাকতে হবে (৪-৫ জন)। তিনটি এবং চারটি বুথ থাকলে কমপক্ষে এক সেকশন বাহিনী (১০-১২ জন)। পাঁচ এবং ছ'টি বুথ থাকলে কমপক্ষে দেড় সেকশন বাহিনী (১৫-১৭ জন) এবং সাতটি বা তার থেকে বেশি বুথ থাকলে কমপক্ষে দু'সেকশন (২০-২২ জন) বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় এক কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে সব বুথে পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজ্য পুলিশও মোতায়েন করতে হবে। তবে, বিএসএফের আইজির প্রস্তাবে হাই কোর্টের রায় মানা হচ্ছে কিনা, তাতে সংশয় থাকছে। কারণ এই নয়া ফর্মুলায় সব বুথে রাজ্য পুলিশ থাকলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সব বুথে থাকছে না। বহু বুথেই ভোট করাতে হবে শুধু রাজ্য পুলিশের ভরসায়।

বিতর্কের মুখে সমস্ত টাইটানিক অভিযান বাতিল করল ওশানগেট

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই (হি.স.) : বিতর্কের মুখে সমস্ত টাইটানিক অভিযান বাতিল করল বিতর্কিত সংস্থা ওশানগেট। সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হল তারা তাদের সমস্ত অনুসন্ধানমূলক ও বাণিজ্যিক অভিযান বন্ধ রাখছে। ওশানগেটের ওয়েবসাইটেই তা জানানো হয়েছে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি সংস্থা। ওয়েবসাইটটিতে একটি লাল ব্যানারে কেবল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'ওশানগেট সমস্ত অনুসন্ধানমূলক ও বাণিজ্যিক যাত্রা বন্ধ রাখছে।' এর বেশি আর কিছু জানানো হয়নি।

গত ১৮ জুন সমুদ্রের গভীরে যাত্রা করে টাইটান। কিন্তু এর ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পরেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় উপরের পৃথিবীর। বেশ কয়েকদিন পরে পাওয়া যায় সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ। সন্ধান মেলে সাবমেরিনে থাকা পাঁচ যাত্রীর দেহাংশেরও। কী করে ওই ডুবোজাহাজটি ভেঙে পড়ল তা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু পুরনো যাত্রীরা অভিযোগ তুলেছেন সংস্থার কর্ণধারদের দিকেই। তাঁরা দুষছেন ওশেনগেট কোম্পানির সিইও স্টকটন রাশকে।

যদিও এরপর ফের সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা টাইটানিকের ভগ্ন দশা দেখতে যাওয়ার বিজ্ঞাপন করতে দেখা গিয়েছিল ওশানগেট সংস্থাকে। ২০২৪ সালের জুনেই টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের উদ্দেশে দু'টি অভিযানের কথা ঘোষণা করেছিল তারা। যা নিয়ে শুরু হয় নয়া বিতর্ক। যার ফলে এবার বাতিল হল সবই। তাদের তরফে কোনও কারণ না জানালেও মনে করা হচ্ছে, সমালোচনার মুখেই পিছু হটল ওশানগেট।

রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন মঙ্গলবাড়ি-উত্তর ধূপঝোড়া

চালসা, ৭ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চালসা সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ী এলাকার মহাকাল পাড়া ও উত্তর ধূপঝোড়া নিতেন পড়া এলাকা। মূলত ওই দুই এলাকায় জল নিকাশির কোনও ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এই অবস্থা বলে বাসিন্দারা অভিযোগ করেন।

মঙ্গলবাড়ীর বাসিন্দা জোতিস চন্দ্র রায় জানান, বাড়ির পাস দিয়ে এক নালা গিয়েছে। সারা রাত প্রবল বৃষ্টির ফলে নালার ওপর দিয়ে জল আমাদের বাড়িতে ঢুকে গিয়েছে। জল ঢোকার ফলে মাটি নরম হয়ে যায়। যার ফলে শোবার ঘর একদিকে হেলে গিয়েছে। রান্নার ঘর সহ মজুত করা ধান জলের তলায়।

গুজরাট হাইকোর্টের রায়ে হতাশ শিবকুমার, বললেন গোটা দেশ রাহুল গান্ধীর পাশে রয়েছে

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই (হি.স.): 'মোদী' পদবি অবমাননার মামলায় সাজা বহাল রইল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর।

লোকসভার সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার আশায় ইতি হয়েছিল আগেই। এ বার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সামনে তৈরি হল জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

গুজরাট হাইকোর্টের এই রায়ে হতাশা ব্যক্ত করলেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। শুক্রবার শিবকুমার বলেছেন, 'ন্যায়বিচারের জয় হয়নি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা গণতন্ত্রের হত্যা। তবুও, গোটা দেশ ও বিরোধী দল রাহুল গান্ধীর পাশে রয়েছে।'

ডি কে শিবকুমার আরও বলেছেন, 'তিনি একজন মহান নেতা, যিনি বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গোটা দেশে লড়াই করছেন...বিজেপি নেতারা এটা সহ্য করতে পারছেন না। তাঁরা সংসদ থেকে তাঁকে অবরুদ্ধ করতে চায়...আমি মনে করি তিনি (রাহুল গান্ধী) আরও শক্তিশালী হবেন।' উল্লেখ্য, 'অপরাধমূলক অবমাননা' মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাহুলের দু'বছর জেলের যে সাজা সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দিয়েছিল, তা উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাহুলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছকের বেঞ্চ।

বিচারপতি প্রচ্ছক রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, "নিম্ন আদালত রাহুল গান্ধীর সাজার যে রায় দিয়েছে, তা সঠিক।" এর ফলে আপাতত কেরলের ওয়েনাড়ের সাংসদ পদ ফিরে পাচ্ছেন না রাহুল। সংশয় তৈরি হয়েছে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েও। সেই সঙ্গে জেলে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

কাঁথি পুলিশের চিঠিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.) : ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারি। শুভেন্দুর অভিযোগ, তাঁর গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এ নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কাঁথি থানার পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীর নামে একটি চিঠি পাঠায়। ভোটের দিন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক গতিবিধি কী হয়, তা মনে করিয়ে দিয়েই মূলত সেই চিঠি ছিল। বৃহস্পতিবার কাঁথি পুলিশের দেওয়া সেই চিঠিকে চ্যালেঞ্জ করেই শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে যান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এভাবে কাঁথি পুলিশ তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। বেলা ১টায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই আবেদনের শুনানি রয়েছে। ২২ জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলাশাসককে রাজ্য নির্বাচন কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিল। রাজ্য বা কেন্দ্রের নিরাপত্তা পায় এমন 'পলিটিকাল ফানশনারিজ' বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজের বুথের বাইরে অন্য জায়গায় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রেও এই জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তারক্ষীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে ভোটের প্রার্থী হলে তাঁর ক্ষেত্রে এ নিয়মে শিথিলতার কথাও উল্লেখ ছিল কমিশনের নির্দেশিকায়।

সেই বিজ্ঞপ্তিকে উল্লেখ করেই কাঁথি পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি পাঠায়। বলা হয় 'মডেল কোড অব কনডাক্ট' সব পঞ্চায়েত এলাকায় বলবত থাকবে। ভোটের প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিজের ভোটদানের এলাকার ব্যতীত জনপ্রতিনিধি অন্য নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারবেন না। শুভেন্দু নন্দীগ্রাম বিধানসভার নন্দনায়কবাড়ের ভোটার। গাইডলাইন মেনে ভোটের দিন অকারণে এলাকায় ঘোরাফেরা না করার কথাও বলা হয় কাঁথি পুলিশের চিঠিতে। যা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বলে মনে করছেন শুভেন্দু। সে কারণেই এদিন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে ফের ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল মুঘল রোড

জম্মু, ৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মুঘল রোড। কাশ্মীর উপত্যকার শোপিয়ান জেলার সঙ্গে রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলাকে সংযোগকারী মুঘল সড়কটি শুক্রবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির মধ্যে ভূমিধসের কারণে এই পার্বত্য জেলার রাত্তা চাম্বের কাছে রাস্তাটি অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

ট্র্যাফিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অত্রি দ্রুততার সঙ্গে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলছে। ডিওয়াইএসপি পুলিশ সুরানকোট হামিদ আলী বান্দে নিশ্চিত করেছেন, রাস্তাটি পুনরায় চালু করার চেষ্টা চলছে। যদিও, জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। বৃষ্টির জেরে আবারও ভূমিধসের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

রিঙ্কু সিংকে পাঠানো হতে পারে আয়ারল্যান্ডে, টি-২০ সিরিজে খেলার সম্ভাবনা

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.): আইপিএলে ভালো খেলা কেকেআরের রিঙ্কু সিং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ডাক পাননি। উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন রিঙ্কু সিং। রিঙ্কুকে ক্যারিবিয়ান সিরিজে না পাঠানোর ফলে হচ্ছে ব্যপক সমালোচনা। তবে ক্যারিবিয়ান সফরে রিঙ্কু ডাক না পেলেও আগামী অগস্টে যে আয়ারল্যান্ড সফর

রয়েছে সেখানে রিঙ্কুকে পাঠানো হতে পারে। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ হচ্ছে সেখানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে টি-২০ সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড যাবে ভারত।

ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে সমন দিল্লির আদালতের, আগামী ১৮ জুলাই হাজিরা নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): কুস্তি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ও বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে ডেকে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ১৮ জুলাই তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের সমন পাওয়ার পর ব্রিজভূষণ বলেছেন, তিনি অবশ্যই আদালতে হাজিরা দেবেন। আদালতে হাজিরা দেওয়া থেকে কোনও ছাড় চাই না বলেও জানিয়েছেন ব্রিজভূষণ শরণ সিং। কুস্তিগীরদের সঙ্গে অভব্য আচরণ

ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত কেরল ও কর্ণাটকে, জলের তলায় আলাপ্পুঝার বিস্তীর্ণ অংশ

তিরুবনন্তপুরম ও বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হয়েই চলেছে কেরলে, সেই বৃষ্টি থামেনি শুক্রবারও। লাগাতার ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জেরে কেরলের নানা প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একই অবস্থা কর্ণাটকেও। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যেও লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার সকালেই ভারী বৃষ্টি হয় কেরলের রাজ্য তিরুবনন্তপুরমে। সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল কেরলের রাজধানী, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

প্রবল বর্ষণের জেরে আলাপ্পুঝা জেলার বেশ কিছু অংশ প্লাবিত হয়েছে। কেলামঙ্গলামের থাকাঝি গ্রাম এখন জলের তলায়। অনেক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। যাতায়তের জন্য এখন নৌকাকে বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন মানুষজন। কোট্টায়ামে রাতভর বৃষ্টিতে শহরের জনবসতিপূর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়। ভারী বৃষ্টি হয়েই চলেছে কর্ণাটকেও। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে এদিন ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

গীতা প্রেসই বিশ্বের একমাত্র প্রিন্টিং প্রেস; যা শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়, জীবন্ত বিশ্বাস : প্রধানমন্ত্রী

গোরক্ষপুর, ৭ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে গীতা প্রেসের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবারের এই অনুষ্ঠান থেকে নেপালি ভাষায় অনূদিত সচিত্র শিব পুরাণ এবং শিব মহাপুরাণ উন্মোচন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, গীতা প্রেসই বিশ্বের একমাত্র প্রিন্টিং পরে; যা শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়, জীবন্ত বিশ্বাস। গীতা প্রেসের কার্যালয় কোটি কোটি মানুষের কাছে মন্দিরের চেয়ে কম নয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমার এবারের গোরক্ষপুর সফর ঐতিহ্যের পাশাপাশি উন্নয়নের নীতির একটি চমৎকার উদাহরণ। গীতা প্রেসের এই অনুষ্ঠানের পর গোরক্ষপুর রেলস্টেশনে যাব। গোরক্ষপুর রেল স্টেশনের আধুনিকায়নের কাজও শুরু হতে চলেছে আজ থেকেই।' মোদী আরও যোগ করেছেন, 'বন্দে ভারত ট্রেন দেশের মধ্যবিত্তদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটি নতুন ফ্লাইট প্রদান করেছে। এখন দেশের প্রতিটি কোণ থেকে নেতারা আমাকে চিঠি লিখছেন যে আমাদের অঞ্চল থেকেও বন্দে ভারত ট্রেন চালানো হোক। এটাই বন্দে ভারত-এর উৎসাহ।'

খারাপ আবহাওয়ায় স্থগিত অমরনাথ যাত্রা, পুণ্যার্থীরা বললেন স্থানীয় প্রশাসন সাহায্য করছে

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি. স.) : বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার, এক সপ্তাহের মধ্যেই খারাপ আবহাওয়ার কারণে স্থগিত করে দেওয়া হল অমরনাথ যাত্রা। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম জেলার নুনওয়ান ক্যাম্প খারাপ আবহাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়া কারণে অমরনাথ যাত্রা শুক্রবার স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

ফলে আটকে পড়েছেন পুণ্যার্থীরা। যাদের শুক্রবার অমরনাথের পবিত্র গুহার উদ্দেশে যাওয়ার কথা ছিল, তাঁরা এদিন যেতে পারেননি। অমরনাথ যাত্রা ফের কবে শুরু হবে, তা আপাতত জানা যায়নি। তবে, পুণ্যার্থীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় প্রশাসন তাঁদের সাহায্য করছে।

একজন পুণ্যার্থী জানিয়েছেন, বৃষ্টির জন্য অমরনাথ যাত্রা সাময়িকদের স্থগিত করা হয়েছে। সকলের যত্ন নিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। স্থানীয় মানুষজনও আমাদের সাহায্য করছেন।' উল্লেখ্য, গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল অমরনাথ যাত্রা, সমাপ্ত হবে এ বছরের ৩১ আগস্ট।

সরকারি আধিকারিক ছাড়াই জোলাইবাড়ীতে কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ সামগ্রী বিতরন ঘিরে ক্ষোভ জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার,৭ জুলাই।। ঘটনার বিরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়কের উদ্দ্যোগে সাবসিডির মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কৃষিজ সামগ্রী পিলকা ফার্মার প্রোডিওসার কোম্পানি লিমিটেডের হাতে তুলেদেওয়াহয়। শুক্রবার কোনোপ্রকারের অনুষ্ঠান ছারাই তরিঘরি পিলাক ফার্মার প্রোডিওসার কোম্পানি লিমিটেড এই মেশিন গুলো কৃষকদের হাতে তুলেদেয়। কৃষিজ মেশিন গুলিনিয়ে কৃষকদের মধ্যে তিব্র ক্ষোভ দেখাদেয়। কৃষকদের অভিযোগ জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস গ্রেইভস কোম্পানি থেকে কমিশন বানিজ্যের মাধ্যমে সবগুলি গ্রেইভস কোম্পানির মেশিন নিয়ে আসে। এলাকার কৃষকদের চাহিদা ছিলো কেমকো কোম্পানির মেশিন। কৃষকরা জানান কেমকো কোম্পানির মেশিন সহজে পরিচালনাকরাযায় ও নষ্টহয়েগেলে এই মেশিনের বিভিন্ন সামগ্রী ও মেকানিকস পাওয়াযায়। কিন্তু গ্রেইভস কোম্পানির জোলাইবাড়ীতে কোনোপ্রকারের শোরুম নেই ও মেশিনের সামগ্রীও নেই। মেশিন বিকল হয়েপরলে কৃষকদের প্রায় ১৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত করে শান্তির বাজারে আসতেহবে তাও সবধরনের সামগ্রী পাওয়াযাবেকিনা তার নিশ্চয়তানেই। এতেকরে কৃষকরা বিপাকে পরেছেন। আজকের এই মেশিন বিতরনে সরকারি আধিকারিক উপস্থিত নেই এমনকি কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস ও কৃষি দপ্তরের কোনো কর্মীও উপস্থিত ছিলেননা। এই মেশিন বিরতন সম্পর্কে জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও কেউ জানেননা বলে জানাযায়। সকলের অগোচরে ও বিধানসভা বাজেট চলাকালিন সময়ে মন্ত্রির অনুপস্থিতিতে এই ধরনের মেশিন বিতরন কে কেন্দ্রকরে লোকমনে নানান প্রশ্ন জাগছে। বর্তমান সময়ে জোলাইবাড়ী বিধানসভায় মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া রয়েছেন। তিনি জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করেযাচ্ছেন। শতব্যাস্ততার মধ্যও মন্ত্রী জোলাইবাড়ীর সবকয়টি অনুষ্ঠানে থাকার চেষ্টা করেন। আজকের দিনে সরকারি আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি ছারাই এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনকে কেন্দ্রকরে এলাকার লোকজন কৃষিদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করছেন।

ভোটও আপনার রক্ষাকবচ, নির্ভয়ে ভোট দিতে যান : রাজ্যপাল

বহরমপুর, ৭ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ”সকলের কাছে আমার আবেদন, ভোটটা দিন নির্ভয়ে। বৃষ্টি হলে ভাববেন না যে ভোট দিতে যাব না। বরং ছাতা নিয়ে বেরন। ছাতা যেমন বৃষ্টি থেকে আপনাকে সুরক্ষা দেবে, তেমনই জানবেন আপনার ভোটও আপনার রক্ষাকবচ। তাই নির্ভয়ে ভোট দিতে যান।”

পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ঘটনা এবং সেসব নিয়ে রাজ্যপালের ‘অতিসক্রিয়তা’ নিয়ে সরব শাসকদল তৃণমূল। দলীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, তাঁর এভাবে জেলায় জেলায় সফর, নিহতদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে তিনি সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘন করছেন। বিরোধীদের অক্সিজেন জোগাচ্ছেন বলে শুক্রবার অভিযোগ শোনা গিয়েছে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের গলায়। রাজ্যপাল প্রচার পেত এসব করছেন বলেও কটাক্ষ অনেকের। এদিন বহরমপুর থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেসব সমালোচনার জবাব দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বললেন, ”হ্যাঁ প্রচার। প্রচারের জন্যই আমি এসব করছি। জনগণের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করার প্রচার, তাদের সচেতন করার প্রচার। আর এসব প্রচারের স্বার্থেই আমি নিজের কাজ করে যাব।” এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বলেও বুঝিয়ে দিলেন, সংবিধান রক্ষায় তিনি কতটা তৎপর।এদিন মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ও খড়গ্রামে নিহত দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের পাশে থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ানোর আশ্বাস দেন। সেখান থেকে ফেরার পথে বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সি ভি আনন্দ বোস। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ”সকলের কাছে আমার আবেদন, ভোটটা দিন নির্ভয়ে। বৃষ্টি হলে ভাববেন না যে ভোট দিতে যাব না। বরং ছাতা নিয়ে বেরন। ছাতা যেমন বৃষ্টি থেকে আপনাকে সুরক্ষা দেবে, তেমনই জানবেন আপনার ভোটও আপনার রক্ষাকবচ। তাই নির্ভয়ে ভোট দিতে যান।”রাজ্যপালের আরও বক্তব্য, ”যা ঘটছে, তার ইতি ঘটা দরকার। গণতন্ত্রে হিংসার কোনও জায়গা নেই। আমি আমার মতো করে সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।”

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লেহ থেকে পানাগড়ে পৌঁছাল ৫ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী

পানাগড়, ৭ জুলাই (হি. স.) লেহ থেকে পানাগড়ে পৌঁছাল ৫ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুক্রবার সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে আকাশ পথে ৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পানাগড়ে বায়ু সেনা ছাউনিতে পৌঁছায়। তারপর সেখান থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরাপত্তার কাজে সড়কপথে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

রাত পোহালেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে বাহিনীর আসা নিয়ে ধন্দ ছিল। আদৌ প্রয়োজনমাফিক বাহিনী পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ভোট শুরুর আগের দিন সেই সমস্যা সমাধানের পথ দেখা যেতে শুরু করেছে। বাহিনী-জট সমাধানে বিশেষ বিমানে লেহ্ থেকে ‘এয়ারলিফ্ট’ করে রাজ্যে আনা হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ বাহিনী সোজা নামে পানাগড়ের বিমানঘাঁটিতে। মোট পাঁচ কোম্পানি এবং দুই প্লাটুন (প্লাটুনে ৩৫ জন থাকেন, তাঁর মধ্যে সক্রিয় থাকেন ৩০ জন) বাহিনী লেহ্ থেকে বিমানে এসে নামছে পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের বিমানঘাঁটিতে। সেখান থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের মোতায়েন করা হবে। তারপর সেখান থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরাপত্তার কাজে সড়কপথে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

দামোদরে বালিখাদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

দুর্গাপুর, ৭ জুলাই (হি. স.) : ছাত্র মৃত্যুর পরও টনক নড়েনি। হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের। আবারও বালিখাদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল যুবকের। এবার ঘটনাস্থল দামোদর নদের কাঁকসার সিলামপুর লাগোয়া সোনামুখীর রাঙামাটি বালিঘাটে। অভিযোগের আঙ্গুল অবৈধভাবে মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলনের দিকে। যার জেরে নদীতে তৈরী হচ্ছে গভীর বালিখাদ। আর তাতেই স্নান করতে নেমে ঘটছে অঘটন। নজরদারি শিকেয়। প্রশ্ন উঠেছে ভুমি রাজস্ব দফতর ও পুলিশের ভুমিকায়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম আদিত্য চ্যাটার্জী (১৮), পুর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দা। কাঁকসার সিলামপুরে মামাবাড়ীতে এসেছিল। সেখানে পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে মামাবাড়ী র কয়েকজন আত্মীয়র সঙ্গে দামোদর নদে বালিখাদে স্নান করতে গিয়েছিল। ওইসময় জলের গভীরে তলিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখে পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুজি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ ও উদ্ধারকারীদল। শুক্রবার দুপুরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ এলাকায় স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় তিন ছাত্রের। যদিও এদিনের ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে অবৈধ বালিঘাটের দিকে।

চার যুবক

● **প্রথম পাতার পর** তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। পুলিশের ধারণা নেশাপাচার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে তারা। তাই পুলিশ মূল নেশা কারবারি কে ধরার চেষ্টাও চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে আবারও সাফল্য পেলো পুলিশ। শুক্রবার আগরতলার টাউন হল সংলগ্ন এক বাড়ি থেকে চার দুষ্কৃতীকে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ আটক করেছে। এদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে একটি নাইন এমএম পিস্তল, ৩০ রাউন্ড গুলি, ৯৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন। পুলিশের এই সাফল্য সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। উপস্থিত ছিলেন সদরের এস ডি পি ও দেবপ্রসাদ রায় ও পূর্ব আগরতলা থানার ও সি রানা চ্যাটার্জ্যিস

বিধানসভা

● **প্রথম পাতার পর** মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বিরোধী দলের পাঁচজন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, নয়ন সরকার,বৃষকেতু দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা, নন্দিতা রিয়াংকে আজ সারাদিনের জন্য বহিষ্কার করেছেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের উপর বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান বিরোধী দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষের কাছে পাঁচ বিধায়কের বহিষ্কার প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেন। সেই মোতাবেক অধ্যক্ষ বহিষ্কারের আদের্শ প্রত্যাহার করে নিয়ে পাঁচ বিধায়কদের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ধর্না

● **আটের পাতার পর**

বিধানসভা অধিবেশন শুরু হয়েছে। সেই বিধানসভা অধিবেশনে যাতে এই বিষয়ে তোলা হয় এবং রাজ্য সরকার যাতে তাদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার জন্য তিন ঘন্টার গণ অবস্থানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। দীর্ঘ তিন ঘন্টা চলে ধর্না।’

আহত মহিলা

● **প্রথম পাতার পর** এতে রাস্তায় ছিটকে পরে উমা রানী মালাকার নামে ওই মহিলা । ঘটনার পর স্থানীয়রা খবর দেয় দমকল কর্মীদের । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল কর্মী এবং সঙ্গে সঙ্গে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের ধারণা এর সাথে জড়িত রয়েছে আরও অনেকে। সুস্থ তদন্তে বের হয়ে আসবে বাকিদের নাম।’

শিক্ষক স্বল্পতা ও পরিকাঠামোর অভাবে ব্যাহত হচ্ছে বিশালগড় পূর্ব গোকুলনগর দ্বাদশ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। একদিকে যেমন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব পরিকাঠামো নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা এবং পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা অবহেলিত হচ্ছে। সরকারি বিদ্যালয়ে নিজ সন্তানদের ভর্তি করাতে অনীহা প্রকাশ করছে অভিভাবকরা। ঠিক অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন থেকে শুরু করে পরিকাঠামগত সমৃদ্ধি বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয় মডেল শিক্ষা ব্যবস্থার নজির স্থাপন করেছে। সরকারি বিদ্যালয়েই বেসরকারি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে। এমনই একটি বিদ্যালয় বিশালগড় মহকুমার পূর্ব গোকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুগঠিত পঠন পাঠন ব্যবস্থা এবং এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা বরাবরই এই এলাকার অভিভাবক অভিভাবকদের মধ্যে সন্তুষ্টির বাতাবরণ তৈরি করেছে। বিদ্যালয়টিতে প্রাত: বিভাগের ১৭৯ এবং দুপুর বিভাগের ৩৩৭ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত অবস্থায় আছে। প্রাত:বিভাগে নয় জন এবং দুপুরে ২৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। অতি প্রাচীন এই বিদ্যালয়টি ১৯৪৮ সালে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় হিসেবে পথ চলা শুরু করেছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে ১৯৮২ সালে উচ্চ বুনিয়াদী, ১৯৯৯ সালে উচ্চ বিদ্যালয় এবং সর্বশেষ ২০০৭ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক চিন্ময় মজুমদারের উদ্যোগে রুটিনগত পাঠ দানের পাশাপাশি ১৫ জন পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে স্পেশাল কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষত দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে আসায় বিদ্যালয়ের স্পেশাল কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা যথার্থ ভাবেই তাদের মান উন্নয়নে সহযোগিতা করছে। তাছাড়াও গোকুলনগর এলাকার অভয় মিশন নামে এক সরকারি হোমের অনাথ ও দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা এই বিদ্যালয় থেকেই পড়াশোনা করে নজর কাড়া ফলাফল করেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠদানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল পরিষেবা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৌচালয়ের যথার্থ ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফুল বিভিন্ন কৃষিজাত সবজির বাগানের সৌন্দর্য্যতা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবমিলিয়ে ত্রিপুরা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীন বিশালগড়ের পূর্ব গোকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি রাজ্য সরকারের মডেল শিক্ষা ব্যবস্থার একটি যথার্থ নিদর্শন তুলে ধরে। আর বিদ্যালয়টির উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে পূর্ব গোকুলনগর এলাকা।

অফিসে এসে পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে না পেয়ে পঞ্চায়েতে তালা দিলেন এলাকাবাসী। ঘটনা মুংগিয়াকামি ব্লকের অধীন মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজে।অভিযোগ, মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজ কমিটির পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবৎ অফিসে আসেন না। এলাকার বাসিন্দারা এসে ঘুরে যাচ্ছেন। এলাকার সাধারন জনগন বাধ্য হয়ে শুক্রবার পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত অফিসে বিভিন্ন কাজের জন্য এলে পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে অনুপস্থিত পান। এর ফলে নিত্য ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন তারা। পঞ্চায়েতে আর ও আর, কিংবা অন্যান্য কাগজের জন্য আসলে সেক্রেটারি বাবু নাথাকার কারনে সময়মত কাগজ পাচ্ছেনা স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ছুটে যায়। কিন্তু এলাকবাসী কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। পরে মুংগিয়াকামি ব্লকের বিডিও”র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিডিও র কাছে বর্তমান পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বদল করার জন্য দাবী জানিয়েছেন। বিডিও ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করে আপাতত গ্রাম বাসিদের শান্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজ কমিটির অফিসটি যেখানে রয়েছে, সেখানেই সাউথ গকুলনগর পঞ্চায়েতের কাজও পরিচালনা করা হত।একই বিল্ডিংএ দুইটা পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনায় অসুবিধা হওয়ায় পরে সাউথ গকুলনগর এর জন্য অন্য জায়গায় অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কাজ শুরু হয়নি এখনো। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নিজের মন খুশি মত অফিসে আসা যাওয়া করছেন। ফলে নিত্য ভুগান্তির স্বীকার হচ্ছেন গ্রাম বাসিরা।

শুক্রবার গ্রামবাসিরা মুংগিয়াকামি ব্লকের বিডিও র সাথে মিলিত হয়ে সাউথ গকুলনগর পঞ্চায়েতের নতুন ঘরে কাজকর্ম দ্রুত শুরু করা এবং মানিক দেববর্মা পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে অন্য খানে বদলির দাবি জানান।

ভর্তি ফি কমানো সহ একাধিক দাবিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ এভিবিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। এর পরিণামে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল খারাপ হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে গত কয়েক বছর ধরে সাধারণ ডিগ্রী কলেজ গুলিতে সঠিক সময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। অধ্যাপকের বহু ঘাটতি রয়েছে এবং বিগত বছর থেকে এ বছর কলেজে ভর্তির ফি এক লাফে ত্রিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই এক বিরুদ্ধে সরব হয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। শুক্রবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তারা বিক্ষোভে সামিল হয়। দাবি তোলে বিশ্ববিদ্যায়ের এডাকেমিক ক্যালেন্ডার সঠিক করে পড়ুয়াদের ভর্তি করানো, একই সঙ্গে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি মূল্য হ্রাস করা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ক্যাম্পাস গুলিতে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা বন্ধে করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এবং এদিন এই দাবিগুলির সাথে আরো একাধিক দাবি সহ ১০ দফা দাবিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্ত। এদিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় বিশ্ব বিদ্যালয় ঘেরাও। এ.বি.ভি.পি-র রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সেন জানান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র ছাত্রীরা এই কর্মসুচিতে অংশ নিয়েছেন। ঘেরাও কর্মসূচি থেকে এক প্রতিনিধি দল গিয়ে উপাচার্যের নিকট দাবি সনদ তুলে দেবেন। অতিসত্বর রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে দাবিগুলি কার্যকর করা হোক সেই দাবিও জানান তিনি। এদিনের কর্মসুচিকে ঘিরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সামনের জাতীয় সড়কে যানজট দেখা দেয়। মূল ফটকের সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র ছাত্রীরা।’

ভোটের দিন নন্দীগ্রামেই থাকবে হবে শুভেন্দুকে, জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.) : ভোটের ২৪ ঘন্টা আগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারি। শুভেন্দুর অভিযোগ, তাঁর গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এ নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। তবে হাইকোর্টের বিচারপতি জানিয়ে দেন, কমিশনের নির্দেশ মেনে নিজের এলাকা ছেড়ে যেতে পারবেন না শুভেন্দু। যেখানকার ভোটার সেখানেই ভোটের দিন থাকতে হবে বিরোধী দলনেতাকে। শুভেন্দু নন্দীগ্রামের ভোটার। ফলে সেখানেই থাকবেন তিনি।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কাঁথি থানার পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীর নামে একটি চিঠি পাঠায়। ভোটের দিন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক গতিবিধি কী হয়, তা মনে করিয়ে দিয়েই মূলত সেই চিঠি ছিল। বৃহস্পতিবার কাঁথি পুলিশের দেওয়া সেই চিঠিকে চ্যালেঞ্জ করেই শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে যান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এভাবে কাঁথি পুলিশ তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। বেলা ১টায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই আবেদনের শুনানি রয়েছে। ২২ জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলাশাসককে রাজ্য নির্বাচন কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিল। রাজ্য বা কেন্দ্রের নিরাপত্তা পায় এমন ‘পলিটিকাল ফানশনারিজ’ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজের বুথের বাইরে অন্য জায়গায় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রেও এই জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তারক্ষীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে ভোটের প্রার্থী হলে তাঁর ক্ষেত্রে এ নিয়মে শিথিলতার কথাও উল্লেখ ছিল কমিশনের নির্দেশিকায়।সেই বিজ্ঞপ্তিকে উল্লেখ করেই কাঁথি পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি পাঠায়। বলা হয় ‘মডেল কোড অব কনডাক্ট’ সব পঞ্চায়েত এলাকায় বলবত থাকবে। ভোটের প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিজের ভোটদানের এলাকার ব্যতীত জনপ্রতিনিধি অন্য নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারবেন না। শুভেন্দু নন্দীগ্রাম বিধানসভার নন্দনায়কবাড়ের ভোটার। গাইডলাইন মেনে ভোটের দিন অকারণে এলাকায় ঘোরাফেরা না করার কথাও বলা হয় কাঁথি পুলিশের চিঠিতে। যা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বলে মনে করছেন শুভেন্দু। সে কারণেই এদিন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলা ওঠে।এদিন শুনানিপর্বে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, কাঁথি থানা নোটিস দিয়েছে উনি যেখানে ভোটার নন, সেখানে যেতে পারবেন না। বিরোধী দলনেতার অনেক কাজ থাকে। কোনও কর্মী মার খেলে তাঁকে হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। পাল্টা কমিশনের আইনজীবী জিষ্ণু সাহা বলেন, সব রাজনৈতিক নেতাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। প্রার্থী যেতে পারেন। কিন্তু অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতার তাঁর এলাকার বাইরে ঘোরাঘুরি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনেও একই নিয়ম।বিচারপতি জানতে চান, কেন কাঁথি থানা এই নোটিস দিল। পাল্টা রাজ্যের আইনজীবী বলেন, বেশির ভাগ সময়ই কাঁথিতে থাকেন শুভেন্দু অধিকারী। তাই কাঁথি থানার আইসি এই নোটিস দিয়েছেন। এরপরই বিচারপতি সিনহা জানিয়ে দেন, কমিশনের নির্দেশই বহাল থাকবে। অর্থাৎ কমিশনের নির্দেশ মেনে নিজের এলাকা ছেড়ে যেতে পারবেন না শুভেন্দু। যেখানকার ভোটার সেখানেই ভোটের দিন থাকতে হবে বিরোধী দলনেতাকে। শুভেন্দু নন্দীগ্রামের ভোটার। ফলে সেখানেই থাকবেন তিনি।

রেলের টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন, রাস্তায় উধাও বাস, ভোট দিতে গ্রামে ফিরতে গিয়ে নাভিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.) : রাত পোহালেই ভোট। পঞ্চায়েত ভোটে অংশ নিয়ে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় থাকা মানুষজন গ্রামে ফিরছেন। রেলের টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন। শহরতলির স্টেশনগুলোতেও ভিড় ছিল অস্বাভাবিক রকমের। পাশাপাশি রাস্তায় বাস উধাও হয়ে যাওয়ায় হাওড়া স্টেশন লাগোয়া দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ডেও উপচে পড়ছে ভিড়। অভিযোগ, সুযোগ বুঝে তিন থেকে চার গুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বাসের টিকিট। টিকিটের কালোবাজারির জেরে গ্রামে ফিরতে গিয়ে বেকায়দায় শয়ে শয়ে পরিযায়ী শ্রমিক।

বৃহস্পতিবার থেকেই ভোটের কাজে যেতে শুরু করেছে বেসরকারি বাস-মিনিবাস, স্কুলবাস। ফলে রাস্তা থেকে কমছে গাড়ি। সকালের দিকে গাড়ির সংখ্যা স্বাভাবিক থাকলেও বিকেলের পর থেকেই রাস্তায় বাস পেতে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। কিন্তু শনি ও রবিবার সেই ঝক্কি আরও বাড়বে। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে, এবারের ভোটেই প্রথম সরকারি কোনও বাস নেওয়া হল না। একদফাতে ভোট হওয়ার কারণেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত। সরকারি বাসও তুলে নেওয়া হলে রাস্তায় বেড়িয়ে গাড়ির অভাবে যথেষ্টই বেগ পেতে হত যাত্রীদের।তবে কর্তারা জানাচ্ছেন, চালক ও কন্ডাক্টরদের একটা বড় অংশেরই বাড়ি বিভিন্ন জেলায়। তাঁরা ভোট দিতে সেখানে চলে যাচ্ছেন। ফলে শনি ও রবিবার রাস্তায় বাসের সংখ্যা অনেকটাই কমবে। বেসরকারি বাসমালিকরা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ বাসই ভোটের কাজে তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে অন্য ভোটের সময়ও রাস্তায় যেমন বাস কমে যায়, এবারও তাই হয়েছে। ছোট গাড়ি অটো, টোটোও জেলায় ভোটের কাজে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে কারণে রাস্তায় সব ধরনের যানবাহনই কমেছে। সুযোগ বুঝে তিন থেকে চার গুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বাসের টিকিট। টিকিটের কালোবাজারির জেরে গ্রামে ফিরতে গিয়ে বেকায়দায় শয়ে শয়ে পরিযায়ী শ্রমিক।ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিকদের সংগঠন অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, “এটা বেআইনি কাজ। আসলে এগুলোতে বাস মালিক বা সংগঠনগুলির কোনও সম্পর্ক নেই। ওখানে যাঁরা বাস চালায় তারাই এগুলো এই সময় করে থাকে। এটা একদমই ঠিক নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক। আগেও আমাদের কাছে এ ধরনের অভিযোগ এসেছে। আমরা এটা সমর্থন করি না। ইতিমধ্যে যা অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে আমরা তা খতিয়ে দেখছি। যাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁদের পুলিশে যেতে বলেছি।

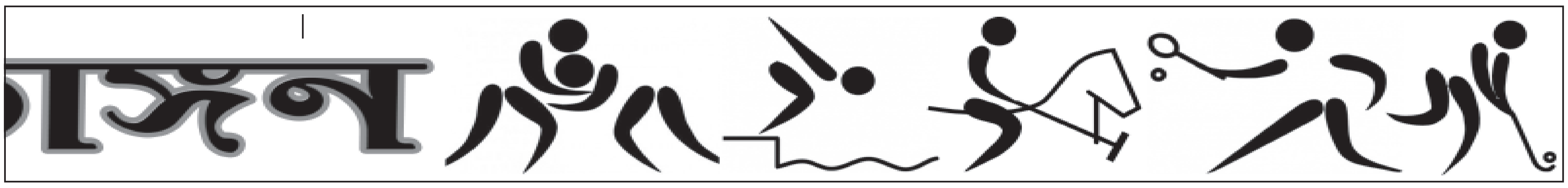

সোনামুড়ায় সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার ফোরে জয়ী ব্লাড ড্রপস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বিফলে গেলো প্রীতম বর্মনের ঝড়ো শতরান। দুরন্ত লড়াই করে হারলো শতদল সঙ্ঘ। মাত্র ৪ রানে। ব্লাড ড্রপসের বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার ফোরে। মেলাঘর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাড ড্রপসের গড়া ২৭৫ রানের জবাউবে শতদল সঙ্ঘ ২৭১ রান করতে সক্ষম হয়। বিজীত দলের প্রীতম বর্মন ১২৬ রান করেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড় স্কোর গড়লো ব্লাড ড্রপস। মূলত মিঠুন দাস এবং কার্তিক দেবনাথের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। দল ৪৭ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৭৫ রান করে। দলের পক্ষে মিঠুন দাস ৫৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, কার্তিক দেবনাথ ৪০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫,রাইহান আহমেদ ৬৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, জাহীর আলম ২২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, নীতিশ চৌধুরি ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, মিঠুন ধর ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং ছানুয়ার হুসেন ৩১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে মেদিহাসান মজুমদার ৩০ রানে ২টি, বিশাল দাস ৩২ রানে ২ টি এবং প্রাণতোষ দাস ৫৭ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

জবাবে খেলতে নেমে শতদল সঙ্ঘ প্রীতম বর্মনের দুরন্ত ব্যাটিং সত্বেও ৪ রান দূরে থেমে গেলো ইনিংস। দলের পক্ষে প্রীতম বর্মন ১০০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১০ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৬, সৌরভ ঘোষ ৫৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ এবং অভিজিৎ দেববর্মা ৫৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। ব্লাড ড্রপসের পক্ষে জাহীর আলম ৩১ রানে ৩ টি এবং অরিজিৎ মজুমদার ৩৬ রানে ৩ টি উইকেট পেয়েছেন।

দলীপ ট্রফি : পূজারার শতকে মধ্যাঞ্চলকে হারিয়ে ফাইনালের দোরগোড়ায় পশ্চিমাঞ্চল

পশ্চিমাঞ্চল: ২২০, ২৯২/৯

মধ্যাঞ্চল: ১২৮,

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্দান্ত শতরান চেতেশ্বর পূজারার। বৃষ্টি বিঘ্নিত তৃতীয় দিনে পুরো খেলা সম্ভব হয়নি। তবে যতটুকু হয়েছে এর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের সামনে সরাসরি জয়ের হাতছানি বলা যেতে পারে। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমাঞ্চল ৩৮৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে এখনও তাদের এক উইকেট বর্তমান। অন্ততপক্ষে চার শতাধিক রানের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছে পশ্চিমাঞ্চল। ১২৮ রানে প্রথম ইনিংস ফুরিয়ে যাওয়া মধ্যাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে কতটুকু চেস করতে পারে সেটা এখন দেখার বিষয়। পুজারা যেভাবে ধরে খেলে ২৭৮ বলে ১৪ টি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে দলকে সরাসরি জয়ের হাতছানি এনে দিয়েছে সেটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রথম ইনিংসেই দুর্দান্ত লিড নিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল। দ্বিতীয় ইনিংসে তিন শতাধিক রান সংগ্রহের লক্ষ্যে এগুচ্ছে। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে মধ্যাঞ্চল এমনিতেই অনেকটা পিছিয়ে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে পশ্চিমাঞ্চল এই মুহূর্তে ৩৮৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে আরও ১ উইকেট। বৃষ্টি বিঘ্নিত তৃতীয় দিনে পুরো খেলা হয়নি। ৫৩ ওভার খেলার সুযোগ পেয়ে পশ্চিমাঞ্চল ১৪৩ রান যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে পূজারার ১৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। মধ্যাঞ্চলের সৌরভ কুমার চারটি এবং সারাংশ জৈন তিনটি উইকেট পেয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংসে ২২০ রানের জবাবে মধ্যাঞ্চল তাদের প্রথম ইনিংসে শেষ করেছে ১২৮ রানে। ৯২ রানে লিড নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে নয় উইকেটে ২৯২ রান সংগ্রহ করেছে। আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিন।

দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চল- দক্ষিণাঞ্চলের লড়াই জমজমাট

উত্তরাঞ্চল: ১৯৮, ২১১

দক্ষিণ অঞ্চল: ১৯৫, ২১/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ম্যাচের লাগাম এখন দক্ষিণাঞ্চলের হাতে। প্রথম ইনিংসে সামান্য তিন রানে লিড পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরাঞ্চল তেমন আহামরি কিছু খেলতে পারেনি। জবাবে দক্ষিণাঞ্চল আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনে কেমন খেলে তার উপরে নির্ভর করছে ম্যাচের ভবিষ্যৎ। মোটকথা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ম্যাচ যেন টগবগ করে ফুটছে। দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাটার্স বনাম উত্তরাঞ্চলের বোলারদের মোক্ষম লড়াই হচ্ছে আগামীকাল। দক্ষিণাঞ্চলকে জয়ী হতে হলে এই মুহূর্তে তাদের ১৯৪ প্রাণের প্রয়োজন হাতে রয়েছে পুরো দশ উইকেট। খেলার বাকি পুরো এক দিন। ওপেনার সুদর্শন, মৈয়াঙ্ক-এর পাশাপাশি উইকেট রক্ষক রিকি ভুই ও ওয়াশিংটন সুন্দররা ব্যাটিংয়ে কিছুটা চমক দেখালে অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের চেয়ে একটু ভালো খেললেই হয়তো সরাসরি জয় ছিনিয়ে দলীপ ট্রফির ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের বোলাররাও বিনা যুদ্ধে ১ ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। এক কথায় দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের শেষ সময়ের লড়াই এই মুহূর্তে বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রথম ইনিংসে উত্তরাঞ্চলের ১৫৮ রানের জবাবে দক্ষিণাঞ্চল ১৯৫ রানে ইনিংস শেষ করলে তিন রানে লিড পায় উত্তরাঞ্চল। ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার শুরু করে উত্তরাঞ্চল ৫৬.৪ ওভারে ২১১ রান সংগ্রহ করলে কিছুটা স্বস্তি আসে ২১৫ রানের টার্গেট পেয়ে। আগামীকাল ম্যাচের রেজাল্ট কি হয় তাই এখন দেখার বিষয়।

বিজ্ঞপ্তি

Ref :- Airport PS Case No-2023 ARP040 dated - 09-06-2023 UPS- 22(C)/25/29 of NDPS Act.

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামী ০৮/-৯/২-২৩ ইং তারিখ বেলা ১১টা নাগাদ মাননীয় স্পেশাল জর্জ, কোর্ট নং - ২ আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা মহোদয়ের আদেশ মূলে ১৩০ বস্তা ভুট্টা দানা .যাহার প্রতি বস্তার ওজন ৫০ কেজি, এয়ারপোর্ট থানায় মাননীয় বিভাগীয় পুলিশ অফিসার, নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, মহোদয়ের সম্মুখে নিলাল বিক্রয় করা হইবে। উক্ত নিলামে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিজ নিজ পরিচয় পত্র সহ নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াপোর্ট থানায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-560/23

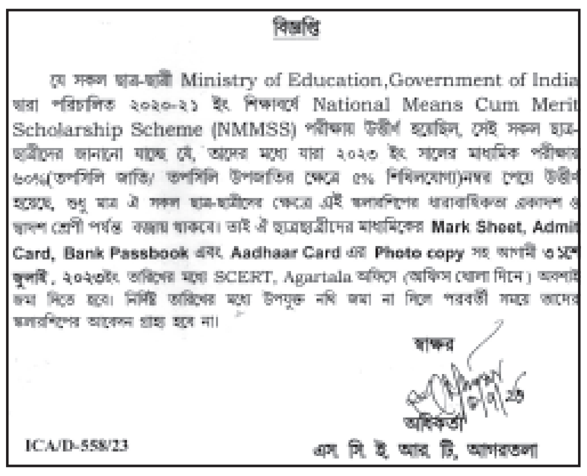

বিজ্ঞপ্তি

যে সকল ছাত্র-ছাত্রী Ministry of Education,Government of India দ্বারা পরিচালিত ২০২০-২১ ইং শিক্ষাবর্ষে National Means Cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, তাদের মধ্যে যারা ২০২৩ ইং সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০%(তপসিলি জাতি/ তপসিলি উপজাতির ক্ষেত্রে ৫% শিথিলযোগ্য)নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, শুধু মাত্র ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই স্কলারশিপের ধারাবাহিকতা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বজায় থাকবে। তাই ঐ ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিকের Mark Sheet, Admit Card, Bank Passbook এবং Aadhaar Card এর Photo copy সহ আগামী ৩১শে জুলাই, ২০২৩ইং তারিখের মধ্যে SCERT, Agartala অফিসে (অফিস খোলা দিনে) অবশ্যই জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উপযুক্ত নথি জমা না দিলে পরবর্তী সময়ে তাদের স্কলারশিপের আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

স্বাক্ষর
অধিকর্তা
এস. সি. ই. আর. টি, আগরতলা

ICA/D-558/23

TENDER NOTICE

Sealed quotation for Supplying of Different Planting material related to flower cultivation within Kakraban Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati, Tripura, for a period of 1 (one) year w.e.f (w.e.f August 2023 to July 2024) will be received on 18 July 2023 in the chamber of Superintendent of Agriculture & Farmers welfare, Kakraban, Udaipur, Tripura, from 11 A.M to 3 P.M. For details please visit www.agri.tripura.gov.in.

ICA/C-1331/23

Superintendent of Agriculture
Kakraban Agri. Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER

College of Agriculture, Tripura invites electronic bids through eProcurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.aov.in) from reputed organizations involved in providing Cleaning and Sweeping services in College of Agriculture, Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https:// tripuratenders.gov in. The Technical Bid should submit in offline mode within 5 (Five) working days from last date of submission in online mode. Last Date of submission in online mode of the e-Tender is 28/07/2023 2:30 PM.

ICA/C-1325/23

(Dr.T.K.Maity)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING Re-TENDER

The undersigned on behalf of Bishalgarh Sub-Division inviting sealed Short Re- Tender Notice for Hiring of Vehicle Maruti (Omni/Eco) having commercial License Holder for Office Use during the year 2023-24.The last date for submission of Re-tender is 24/07/2023 up to 3.00 PM. The interested Tenderer may contact with the Office of the undersigned between 10.00 am to 3.00 pm on any working days for collection of Re-tender form and details term & condition.

ICA/C-1320/23

(S. DEBBARMA)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
BISHALGARH SUB- DIVISION.

PNIeT No: 37/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 06/07/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Running and maintenance of Secretariat Building at Kunjaban, Agartala during the year 2023-24 under Capital Complex Division. ¢«-j For Details visit website https:// tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 30/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: %9,99,866.00 Earnest Money: %19,997.00 and Time for completion: 120 (one hundred twenty) days
Last date & time for online Bidding: 27/07/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-1318/23

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

কেয়া, শ্রেয়ার জোড়া গোলে বিধ্বস্ত চলমান, ৭ গোলে জয়ী স্পোর্টস স্কুল

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল-৭ চলমান সঙ্ঘ-০

(কেয়া-২,শ্রীয়া-২, বাসন্তি, বিনাতা, মারিনা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে বিধ্বস্ত চলমান সঙ্ঘ। একতরফা প্রাধান্য নিয়ে খেলে জয় তুলে নেয় কল্পনা দেববর্মার মেয়েরা। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা লিগ ফুটবলে। অরুন্ধতীনগর পুলিস মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৭-০ গোলে পরাজিত করে চলমান সঙ্ঘকে। গতি, শক্তি এবং দক্ষতা সব বিভাগেই চলমান সঙ্ঘের ফুটবলারদের ছাপিয়ে গেচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা ম্যাচের শুরু থেকেই। তবে কল্পনা দেববর্মার আক্রমণভাগের ফুটবলাররা যদি আরও তৎপর হতো না তাহলে ব্যবধান আরও বাড়তো। বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা। ৭ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর কল্পনা দেববর্মার মেয়েরা বেশীরভাগ সময়ই বল নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করে খেলায় ব্যবধান বেশী বাড়েনি। এদিন প্রথম গোল পেতে স্পোর্টস স্কুলকে অপেক্ষা করতে হয় ১২ মিনিট। বাসন্তি রিয়াং এর গোলে এগিয়ে যায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রথম গোল পেতেই দ্বিগুন উৎসাহে আক্রমণের গতি বাড়ায় স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা। ১৬ মিনিটে বিনাতা সিনহা ব্যবধান বাড়ান।

২৪ মিনিটে মাইরনা জমাতিয়া দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন। প্রথমার্ধে ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধেও প্রাধান্য বজায় রেখে খেলতে থাকে স্পোর্টস স্কুলের বালিকা ফুটবলাররা। এরপর ৫২ ও ৭৭ মিনিটে শ্রীয়া দেব এবং ৭১ ও ৮৩ মিনিটে কেয়া দেববর্মা গোল করে। রেফারি সুকান্ত দত্ত হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের প্রীথা ত্রিপুরা এবং বিজীত দলের সোনালি মালাকার-কে।

সি-ডিভিশন লীগ ফুটবল সম্পন্ন স্কাইলার্ক চ্যাম্পিয়ন, রানার্স আরসিসি

স্কাইলার্ক: ২(এলসন, কাইথিয়ানগণ) এন এস আর সি সি: ১ (তাকির)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। স্কাইলার্ক-ই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে এনএসআরসিসি। তৃতীয় ডিভিশন থেকে বি ডিভিশনে উন্নীত হওয়ার নিশ্চয়তা আগেই পেয়ে যাওয়ার পর দুই দল আজ মাঠে অবতীর্ণ হয়েছিল খেতাব দখলের লড়াইয়ে।সি ডিভিশন লিগ ফুটবল আসরে কোন দল চ্যাম্পিয়ন এবং কোন দল রানার্স হবে তার নির্ণায়ক ম্যাচে আজ, শুক্রবার স্কাইলার্ক আর এনএসআরসিসি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। দুটি গ্রুপের সেরা দুই দল স্কাইলার্ক ও এন এস আর সি সি যথারীতি বি ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে আগেই। তবে একদিন বিরতির পর খেতাব দখলের লড়াইয়ে আজ, শুক্রবার ২-১ গোলের ব্যবধানে এনএসআরসিসি কে পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে স্টাইলার্ক ক্লাব। তবে এটাই উল্লেখ করার বিষয় যে দীর্ঘ ৪৬ মিনিট ধরে এক গোলে এগিয়ে থেকেও এন এস আর সি সি শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন খেতাব ছিনিয়ে নিতে পারেনি। স্কাইলার্কের সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকাররা দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে দুই মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুটো গোল করে এনএসআরসিসি কে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করে। খেলার ১৪ মিনিটের মাথায় তাকির আহমেদের গোলে এনএসআরসিসি ১-০ তে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে গোলের প্রয়াস জারি রাখলেও রক্ষণভাগকে শক্ত করে কিছুটা প্রতিরোধও গড়ে তোলে। প্রথমার্ধে এনএসআরসিসি ১-০ তেএগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাও অনেকটা সম পর্যায়ের চলতে থাকলেও ৬০ মিনিটের মাথায় স্কাইলার্কের এলসন রিয়াং এর গোলে খেলায় ১-১ গোলে সমতা ফিরে আসে। তবে দুই মিনিট বাদে সতীর্থ কাইথিয়ানগণ কুকির গোলে স্কাইলার্ক দুই-একে লিভ নেয়। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি বলে শেষ পর্যন্ত স্কাইলার্ক দুই-এক গোলে জয় ছিনিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন খেতাব জিতে নেয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেবরায়, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, কার্তিক দাস ও রাজেশ চন্দ্র দাস।

বিলোনিয়ায় মহিলা টি-২০ ক্রিকেটের ফাইনালে সোনাপুর স্কুলের দুই দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। কার্যত ফাইনালে সোনাপুর স্কুল 'এ' এবং 'বি' দল। তিন ম্যাচ খেলে ২ দলই দুটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। প্রথম লিগে টানা ২ ম্যাচে জয় পাওয়া সোনাপুর স্কুল 'বি' দলের বিজয়রথ শুক্রবার থামিয়ে দিলো সোনাপুর স্কুল 'এ' দল। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোনাপুর স্কুল 'বি' দলের গড়া ৬৫ রানের জবাবে সোনাপুর স্কুল 'এ' দল ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। লক্ষ্মী পালের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় সোনাপুর স্কুল 'বি' দল। দল সর্বোচ্চ ১৯ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে জ্যোৎস্না ভৌমিক একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখে। জ্যোৎস্না ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। সোনাপুর স্কুল 'এ' দলের পক্ষে লক্ষ্মী পাল ৫ রানে ৩ টি এবং কনিকা মুহুরি ১৬ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে সোনাপুর স্কুল 'এ' দল ১৫.৩ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে পলি রাণী মল্লিক ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং প্রীয়া পাল ২৪ বল খেলে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। সোনাপুর স্কুল 'বি' দলের পক্ষে জ্যোৎস্না ভৌমিক ১২ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছে।

শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফির ফাইনালে আজ মুহুরিপুর-কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। মহারণ আগামীকাল। খেতাবি দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি এবং কসমোপলিটন ক্লাব। বাইখোরা স্কুল মাঠে হবে ফাইনাল ম্যাচটি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটে।

দুদলই শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। প্লে অফে কসমোপলিটনকে পরাজিত করেই ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করেছিলো মুহুরিপুর জনকল্যাণ সমিতি।

ফাইনালে ওই পরাজয়ের বদলা নিতে তৈরী কসমোপলিটন ক্লাবের ক্রিকেটাররা।

আগামীকাল কোনও দলকেই এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ২২ গজে যে দলের ক্রিকেটাররা মাথা ঠান্ডা রেখে খেলতে পারবে সেই দলই মহকুমার সেরা হবে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ফলে লড়ইআই হবে জমজমাট।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ
ত্রিপুরা প্রান্ত
বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও

শুক্রবার ভর্তি ফি কমানোর দাবিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ এভিবিপির। ছবি নিজস্ব।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়ক অবরোধ করল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই।। তেলিয়ামোরার গামাইবাড়ি এলাকায় চলাচলের রাস্তাটি বছরের পর বছর ধরে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাতে জটিল সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষজন। স্থানীয় নেতা বিধায়ক এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে বারবার দাবি জানিয়েও রাস্তা সংস্কার না করায় শুক্রবার বাধ্য হয়ে এলাকার তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়ক অবরোধ করেন।অবরোধের ফলে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা মেরামত হচ্ছে না।গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে বিধায়ক কিংবা মন্ত্রীসভার কাছেই এলাকাবাসীরা বারবার অতি প্রয়োজনীয় রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও শাসকদলের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে রাস্তার কাজে হাত দেওয়া হবে। কিন্তু সব সময়ই ডান কিংবা বাম উভয় দলের ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর স্থানীয়দের রাস্তার দুর্ভোগে পোহাতেই হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে অতি প্রয়োজনীয় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এবার সংঘবদ্ধ ভাবে গ্রামবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সড়ক অবরোধ করে বসলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া আর. ডি. ব্লকের অন্তর্গত গামাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই চলাচলের অনুপযোগী।বিভিন্ন সময় গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ ব্যাপারে এক প্রকার উদাসীন ভূমিকা পালন করে চলেছে প্রশাসন। শুক্রবার গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে তেলিয়ামুড়া অমরপুর অম্পি সড়ক অবরোধ করে বসলে টনক নড়ে স্থানীয় প্রশাসনের। তড়িঘড়ি অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাবু। প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অনতিবিলম্বে এই রাস্তার কাজে হাত দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে অবশেষে অবরোধ মুক্ত হয় তেলিয়ামুড়া অম্পি সড়ক।স্থানীয়দের বক্তব্য হচ্ছে, শুক্রবার উপপ্রধানের প্রতিশ্রুতিতে ভর করে এই অবরোধ মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাস্তার কাজে হাত দেওয়া না হলে আগামী দিন যে আরো বৃহত্তর আন্দোলন করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা তা কিন্তু আজ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

জোলাইবাড়ীতে নিম্নমানের রাস্তা দুর্ঘটনার শিকার মালবাহী ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার,৭ জুলাই।। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনিয়া জাতীয় সড়ক নির্মানের কাজ শুরুহয়। কিন্তু এই জাতীয় সড়ক নির্মানে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠে আসছে। জানাযায় ঠিকেদার এই রাস্তার তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যাবহার করছে। তার পাশাপাশি রাস্তায় মাটি বসানোর জন্য ভাইব্রেটার মেশিন ব্যাবহার করাহয়নি। যারফলে আজ জোলাইবাড়ী বাজারে রাস্তায় দারিয়ে থাকা একটি মালবাহী ট্রাকের চাক্কা মাটির ভেতরে চলেগিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকারহয়। এই রাস্তা নির্মানের কাজ নিয়ে জোলাইবাড়ীর লোকজনেরা সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। জোলাইবাড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা নির্মানের সময় কোনোপ্রকারের ড্রেইন নির্মান নাকরায় রাস্তার জল রাস্তার পাশ্ববর্তী এলাকার লোকজনের বাড়ীতে প্রবেশ করছে ও রাস্তার পাশ্ববর্তী মাটি ভেঙ্গে পরছে। এই রাস্তা নির্মানে দেখাযায় ছোট খাটো ব্রীজের পাশে সাইড ওয়াল না তুলে বাশের খুঁটি দিয়ে কোনোপ্রকারের কাজ সারাচ্ছেন ঠিকেদার। এলাকার লোকজনের অভিযোগ দীর্ঘ অনেকবছর পর জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্র বামেদের অপশাসন থেকে মুক্তিপেয়েছে তাই বাম সমর্থীত কর্মীরা এই কাজে হাতদিয়ে জোলাইবাড়ীর জনপ্রীয় মন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে। সকলে চাইছে গুনগতমান বজায় রেখে এই রাস্তাটি নির্মান করাহোক।

নেশাকারবারী যুবককে আটক করে এলাকাবাসী তুলে দিল পুলিশের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জুলাই।। বনকর এলাকার যুবকরা বিলোনিয়ার নেশা কারবারি শ্রীকান্তকে আটক করে তুলে দিল বিলোনিয়া থানার হাতে !বিলোনিয়া মহকুমা এলাকায় বিভিন্ন চুরি কান্ডের সাথেও জড়িত শ্রীকান্ত সাহা নামে এই বখাটে যুবক। অভিযোগ ,,বিভিন্ন সময় বিলোনিয়ার বাইক, দোকান, ছাগল ,বাড়িঘর সহ বিভিন্ন চুরি কান্ডের সাথে জড়িত শ্রীকান্ত সাহা নামে বড়পাথরি এলাকার এই যুবক। সে আবার শান্তির বাজার এবং সুকান্ত নগর এলাকায় ভাড়া থেকে নেশার কারবার ও চালিয়ে যাচ্ছিল প্রতিনিয়ত। বিলোনিয়া মহাকুমার এমন কোন থানা বাকি নেই যেখানে ওর নামে মামলা লিপিবদ্ধ নেই যে থানাতে আটক করা হোক না কেন, সেখান থেকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাকে জামাই আদরে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। বনকর আনন্দমেলা থেকে একটি বাইক চুরি কান্ডের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করার সময় হাতেনাতে আটক করে বনকর এলাকার কিছু সচেতন যুবক। উত্তমাধ্যম দিয়ে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। ঘন্টাখানেক পর পুলিশ এসে এলাকার কারো সাথে বিন্দুমাত্র কোন কথা জিজ্ঞেস না করে নিয়ে যায় বিলোনিয়া থানাতে। শ্রীকান্ত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় যুবকদের কাছে স্বীকার করেছিল এই চুরি কান্ডের সাথে আরো দুজন জড়িত। সেই অনুযায়ী স্থানীয় এলাকার যুবকরা আরো একজন চোরকে আটক করলেও পুলিশ তাকে থানাতে নিয়ে যায়নি। ফাক বুজে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এলাকার জনগণ এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বিলোনিয়া থানার পুলিশের উপর। , পুলিশের উপর কোন ধরনের আস্তা রাখতে পারছেন না সাধারণ জনগণ। এলাকাবাসীদের অভিমত শ্রীকান্ত সহাকে আটক করা হচ্ছে ,,আর থানাতে গিয়ে কোন এক অজ্ঞাত কারণে জামাই আদরে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে এই কুখ্যাত চোর এবং নেশা কারবারি। যুব থেকে সাধারণ নাগরিকদের একটাই অভিমত প্রশাসন কঠোর হাতে যদি এই শ্রীকান্ত সাহার মত চোর এবং নেশা কারবারিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে তাহলে বিলোনিয়া মহকুমায় চুরি কান্ডের কিছুটা হলেও কুলকিনারা করতে পারবে।

বক্সনগর বিধানসভায় বাম-কংগ্রেস ছেড়ে ১৪৬ পরিবারের ৪২৭ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ জুলাই।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা রাজ্যে দল ত্যাগ অব্যাহত।এরেই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার বিকাল ৪ ঘটিকায় বক্সনগর বিধানসভার আনন্দনগর হাসপাতাল চৌমুহনীতে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় ।শাসকদল বিজেপি বুথ সশক্তিকরন কর্মসূচি প্রতিটি বিধানসভা এলাকার বুথে বুথে পালিত হচ্ছে ।তার পাশাপাশি সদ্য হয়ে যাওয়া ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের জয় পরাজয়ের বিধানসভা ভিত্তিক পর্যালোচনা হয়ে গেছে ।এর মধ্যে যে বিধানসভা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে শাসকদল বিজেপির পরাজিত হতে হয়েছিল সেগুলিকে বুথ স্তরে ঢেলে সাজানোর জন্য বিরোধী সিপিএম কংগ্রেসের দক্ষ সংগঠনিক নেতৃত্বদের বিজেপিতে এনে লোকসভা নির্বাচনকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য দলত্যাগ পর্ব সহ বিভিন্ন কর্মসূচি মন্ডল ভিত্তিক পালিত হচ্ছে ।এই কর্মসূচি গুলি পালনে ব্যতিক্রম নয় কুড়ি বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রও ।আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে বুথে গত বিধানসভা নির্বাচনের জয় পরাজয় নিয়ে পর্যালোচনা করে বুথ ভিত্তিক সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য মন্ডলের সিদ্ধান্ত ক্রমে শুক্রবার বক্সনগর মন্ডল অন্তর্গত আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭ ও ২৮নং বুথে সংগঠনিক সভা সহ এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় ।যতটুকু খবর,সদ্য হয়ে যাওয়া ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী হেরে যাওয়ার একমাত্র কারণ দক্ষ সংগঠনিক নেতৃত্বের অভাব এবং দলীয় মীরজাফর নেতৃত্বের কারণে হারতে হয়েছিল ।এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুবাস চন্দ্র সাহা, বিজেপি রাজ্য সহ-সম্পাদক ড :অশোক সিনহা, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন ও আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চয়েতের প্রধান আব্দুল হক, যুব নেতা জুয়েল মিয়া এবং জেলার নেতৃত্বরা ।বক্সনগর বিধানসভা এলাকার ২৭ ও ২৮নং বুথ সভাপতি, বিজিতপ্রার্থী তফাজ্জল হোসেন ও অশোক সিনহার হাত ধরে ১৪৬ পরিবারের ৪২৭ভোটার সিপিএম ও কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপি দলে সামিল হয়েছে ।তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন নেতৃত্বরা ।দল ত্যাগীদের মধ্যে যে সিপিআইএম ও কংগ্রেস হেভিয়েড নেতা দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন তারা হলেন,আব্দুল শহীদ, মোহন মিয়া,টিঙ্কু নমঃ,বারেক মিয়া, মিজানুর রহমান,মমিন খান,শাহ আলম মিয়া,রবিউল হোসেন, মিজানুর রহমান,মানিক মিয়া, হুমায়ুন কবীর, নির্মল সরকার সহ ৪২৭জন ভোটার সিপিআইএম দল ছেড়ে বিজেপি দলে সামিল হন ।তারপর সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শ ও গঠনতন্ত্র নিয়ে পার্টির নেতৃত্বরা আলোচনা করেন ।যোগদান পর্ব শেষে নেতৃত্বরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সংগঠন শ্রী বৃদ্ধির জন্য এই যোগদানসভা।আশাক বি আগামীদিন নতুন পুরাতন সকল ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের নিয়ে এই বিধানসভাকে মহকুমার শ্রেষ্ঠ বিধানসভায় পরিণত করতে সক্ষম হবো ।অন্যদিকে দল ত্যাগীরা বলেন,আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শ অর্থাৎ সবকা সাথ সবকা বিকাশের উন্নয়ন দেখে বিজেপিতে সামিল হয় ।তাছাড়া কংগ্রেস আমলে দেখা যায় অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেয় দেশ থেকে ।কিন্তু বিজেপি আমলে এটা দেখা যায়নি ।আগামীদিন মন্ডলের শীর্ষ নেতৃত্বদের নির্দেশে সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

জিবিতে চোখের ভুল চিকিৎসার অভিযোগ ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে যাচ্ছেন রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রায়ই নানা অভিযোগ উঠে আসে।এবার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে জিবি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিরুদ্ধে। চোখের চিকিৎসা করাতে এসে রীতিমতো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এক অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ড কর্মী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,

জিবি হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা করিয়ে এখন চোখ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন অবসরপ্রাপ্ত একজন হোমগার্ড কর্মী। গৌতম দাস নামে তেলিয়ামুড়ার অবসরপ্রাপ্ত ঐ হোমগার্ড কর্মী জানিয়েছেন জি বি হাসপাতালে চোখের ছানি অপারেশন করার সময় তার চোখের পর্দা কেটে ফেলা হয়। এখন তার ডান চোখের রেটিনা অপারেশন করানো ছাড়া কোনো উপায় নেই ।অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ড কর্মীর গৌতম দাসের বাড়ি তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ডের জয়নগর এলাকায়। তিনি অভিযোগ করেন, গত এপ্রিলে ডান চোখের ছানি অপারেশনের জন্য জিবি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মত ডান চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। তখনই চোখের পর্দা কেটে ফেলে।

পরবর্তী সময় গৌতম দাস হাপানিয়া হাসপাতালে গিয়ে বহিরাজ্যের চক্ষু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তিনি জানতে পারেন তার চোখের ছানি অপারেশনের করার সময় চোখের পর্দা কেটে দেওয়া হয়। এখন ডান চোখের রেটিনা অপারেশন করানো ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। বর্তমানে গৌতম দাস অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন। তিনি আরও জানান ডান চোখ দিয়ে বর্তমানে কিছুই দেখতে পান না। জিবি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের ভুলের জন্য তার জীবন নষ্ট হতে বসেছে বলে জানান তিনি। এই বিশাল ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তিনি আদালতের দ্বারস্ত হবেন বলেও জানান।তিনি বলেন, মাত্র ২৫০০ টাকা পেনসন দিয়ে সংসার প্রতিপালন করাই কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। এর উপর বহিরাজ্যে চক্ষু অপারেশন করানো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এই অবস্থায় কোনো রাস্তা খোঁজে না পেয়ে গৌতম দাস সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

চূড়ান্ত অব্যবস্থার প্রতিবাদে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ জুলাই।। চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে উনকোটি জেলার কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। এজন্য কলেজের অধ্যক্ষকে দায়ী করেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। অব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও কলেজের অধ্যক্ষ এসব সমস্যার সমাধানের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে শুক্রবার কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা শুক্রবার দুপুরে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে কলেজের প্রিন্সিপালের রুমের সামনে মেঝেতে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভরত ছাত্র ছাত্রীরা জানায় যে, কলেজে পানীয়জল নেই। কলেজের ক্লাস রুমের ফ্যানগুলো নষ্ট থাকার ফলে গরমের জন্য ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস করতে পারছে না। কলেজের বিদ্যুৎ পরিসেবা একেবারেই নিম্নমানের হওয়ার ফলে প্রায়ই কলেজ বিদ্যুৎহীন থাকে। কলেজে যেসমস্ত টয়লেট রয়েছে সেই টয়লেট গুলো পরিস্কার না করার ফলে অতিরিক্ত দুর্গন্ধের জন্য ছাত্র ছাত্রীরা টয়লেট ব্যবহার করতে পারছে না। কলেজের প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীদের আইডেন্টি কার্ড দেওয়া হয় নি। দীর্ঘদিন ধরে কলেজের এই সমস্যা নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা কয়েকবার কলেজের প্রিন্সিপাল এবং কলেজ অধ্যাপকদের লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে জানানোর পরও কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের ভুমিকা নেয় নি। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে কলেজের অধক্ষ্যের কক্ষের মেঝেতে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। প্রায় তিন ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর কলেজ অধ্যাপকরা বিক্ষোভস্থলে এসে বিক্ষোভরত ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলার পর অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বর্তমানে কলেজ অধ্যক্ষ ছুটিতে রয়েছেন। আগামী সোমবার কলেজে আসবেন। কলেজে আসার পর ছাত্র ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই দাবিগুলো বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। অধ্যাপকদের এই আশ্বাস পাবার পর বিক্ষোভরত ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার

নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুলাই।। প্রাইভেট টিউশনে পথে নির্যাতনের শিকার হলেন এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে মধুপুর থানাধীন ফুলতলী এলাকায়। এলাকারই এক নাবালিকা ছাত্রী গৃহ শিক্ষকের বাড়ি যাওয়ার পথে মতিনগর দক্ষিণপাড়া এলাকার যুবক রাজিব মিয়া নাবালিকা ছাত্রীকে জোরপূর্বক রাস্তা থেকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। নাবালিকা ছাত্রীর শরীরে থাকা জামাকাপড় ছিড়ে ফেলে। ছাত্রীর চিৎকারে পার্শবর্তী এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। স্থানীয় জনতা অভিযুক্ত রাজিব মিয়াকে ধরে উত্তম মাধ্যম দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মধুপুর থানার পুলিশ।

বিলোনিয়া মহিলা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা না নেওয়ার অভিযোগ বধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জুলাই।। বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ না করার গুরুত্ব অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা এক গৃহবধূ। মহিলা থানার বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ এনে নির্যাতিতা গৃহবধূ আদালতের দারস্ত হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অমানবিক বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ।।সুবিচারের আশায় অসহায় নির্যাতিতা গৃহবধূ।বার বার মহিলা থানার দরজায় অসহায় নির্যাতিতা গৃহবধূ কড়া নাড়লেও মন গলাতে পারেনি বিলোনিয়া মহিলা থানার ডিএসপি শিপ্রা বৈদ্যের ও ওসি স্বপ্না ভৌমিকের। স্বামীর বাড়িতে নির্যাতিতা এক গৃহবধূ সুবিচারের আশায় মহিলা থানাতে দ্ধারস্থ হয়েও আজও কোন সুবিচার পেলনা। মহিলা থানার ডিএসপি ও ওসি মহিলা হয়ে মহিলার প্রতি কেন এত নির্দয় তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার মাস আগে পারুল বেগম বিলোনিয়া মহিলা থানাতে বধূ নির্যাতনের মামলা দায়ের করে শাশুড়ি বালি মিয়া, শশুর ইয়াকুব মিয়া, ননদের জামাই নিগু মিয়া ও ননদ নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিলোনিয়া মহিলা থানার ওসি স্বপ্না ভৌমিক কোন এক অদৃশ্য কারণে গত চার মাসে একবারের জন্যও তদন্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করেনি ,এমনই অভিযোগ। এই ঘটনার বিষয়ে ডিএসপি অবগত হওয়ার পরেও হাত পা গুটিয়ে বসে রয়েছে বলে খবর। চার মাস আগে দায়ের করা মামলা এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রি করে আদালতে পাঠায়নি মহিলা থানার পুলিশ। নির্যাতিতা গৃহবধূ পারুল বেগম বাবার বাড়ি থেকে ছুটে আসে মহিলা থানাতে মামলার খোঁজখবর নিতে। দেখা যায় এখনও এই মামলা রেজিস্ট্রি করেনি।বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে নির্যাতিতা গৃহবধূ পারুল বেগম নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়ে বলেন যদি মহিলা থানা মামলা গ্রহন না করে তাহলে সরাসরি তিনি আদালতের দ্ধারস্থ হবেন। বধূ নির্যাতনের ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া আমজাদ নগর এলাকাতে। জানাযায় পারুল বেগমের স্বামী রুবেল মিয়া বিভিন্ন পাচার বাণিজ্যের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বিলোনিয়া দুই থানাকে ম্যানেজ করে নিয়েছে। তাই নির্যাতিতা গৃহবধূ থানায় দ্ধারস্থ হবার পরেও কোন সুবিচার পাচ্ছে না। সুবিচারের আশায় দ্ধারে দ্ধারে এই নির্যাতিতা গৃহবধূ পারুল বেগম। পারুল বেগম কি পাবে সুবিচার এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমজাদ নগর এলাকায় ?

গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুলাই।। গৃহবধূ হত্যার অভিযোগ জমা পড়েছে বিশালগড় মহিলা থানায়। মৃতার নাম নিঝুম আক্তার। স্বামী শশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার বাবা। গৃহবধূ মৃত্যুর ঘটনা রহস্যময়। রহস্য উন্মোচনে ময়দানে ঝাঁপিয়েছে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ। ঘটনা বিবরণে জানা যায়, ছয় বছর আগে মুসলিম রীতিনিতী মেনে বিশালগড় নবীনগর এলাকার মানিক মিয়ার মেয়ে নিঝুম আক্তার কে একই থানাধীন প্রভুরামপুরের আবু তাহের মিয়ার ছেলে ইদ্রিস মিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর কিছুদিন ভালোই চলছিল তাদের সাংসারিক জীবন। তাদের ঘর আলোকিত করে একটি কন্যা সন্তান।এর কিছুদিন পর থেকেই নিঝুমের সংসার অশান্তির কালোমেঘে ঢেকে যায়। শুরু হয় শারীরিক মানসিক অত্যাচার। এমনই অভিযোগ করেন মৃতার বাবা। শুক্রবার দুপুরে নিঝুমের বাবার বাড়িতে খবর পাঠায় যে নিঝুম অসুস্থ। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে নিঝুমের বাবার বাড়ির লোকেরা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন নিঝুম আর নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ে নিঝুমের বাবার মা। এদিন রাতে বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নিঝুমের বাবা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুনর্বাসনের দাবিতে সিপিআইএমএল'র গণঅবস্থান ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৭ জুলাই।। উদয়পুর মহকুমা রাইয়া বাড়ি স্থিত উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলোকে অবিলম্বে পুনর্বাসনের দাবিতে শুক্রবার ত্রিপুরা পিপলস পার্টি, এস ইউ সি আই, সি পি আই এম এল লিবারেশন গণমঞ্চের উদ্যোগে তিন ঘন্টার গন অবস্থান সংগঠিত হয় ।এদিন অরিয়েন্ট চৌমুহনী স্থিত এলাকায় এই ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন সি পি আই এম এল লিবারেশন গণমঞ্চের সম্পাদক পার্থ কর্মকার। তিনি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, গত ২৫ মে রাইয়া বাড়িতে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে সাতটি পরিবারকে জবরদস্তি উচ্ছেদ করেছিল। এখন পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ খবর নেয়নি সরকার। অসহায় পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ন্যায় বিচারের দাবি সহ পুনর্বাসনের জন্য বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, সিপিআইএম দলের পরিষদীয় দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং বিধায়ক গোপাল রায় সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন।

কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার তাদের জন্য কোন সহানুভূতি দেখায় নি। এবং তারা কিভাবে সেখানেই দিশেহারা হয়ে দিন কাটাচ্ছে তার খবরটুকু সরকার নিচ্ছে না। শুক্রবার থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাইয়া বাড়ির উচ্ছেদকৃত পরিবার গুলোকে অবিলম্বে উপযুক্ত পুনর্বাসন দিতে হবে।
ত্রিপুরা পিপলস্ পার্টি - এস.ইউ.সি.আই(সি)
সি.পি.আই.(এম-এল) লিবারেশন গনমঞ্চ।

রাইয়া বাড়ির উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলোকে অবিলম্বে পুনর্বাসনের দাবিতে শুক্রবার ত্রিপুরা পিপলস পার্টি, এস ইউ সি আই, সি পি আই এম এল লিবারেশন গণমঞ্চের উদ্যোগে তিন ঘন্টার গন অবস্থান সংগঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।